সূচিপত্র

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিস্তারিত তথ্য ও বিবরণ

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩ – ২১
০২	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	২২ – ৩০
০৩	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	৩১ – ৩২
০৪	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৩৩ – ৪২
০৫	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪৩ – ৫৬
০৬	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	৫৭ - ৫৯

পটভূমি

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (a2i) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রূপকল্প ২০২১ পূরণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে সেবা সহজিকরণ গুরুত্বপূর্ণ। সেবা সহজিকরণ মূলনীতি হলো নাগরিকদের সহজে দ্রুত সেবা পৌছে দেয়া।

সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য a2i প্রোগ্রাম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠা এবং সেবা উদ্ভাবনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের সরকারি চাকুরির সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। এ প্রেক্ষিতে a2i প্রোগ্রাম একটি পরীক্ষামূলক লার্নিং প্রসেস নির্ধারণ করে, যার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের তরুণ কর্মকর্তাগণ (যাদের সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ কম কিন্তু জনগণকে সেবা প্রদান করার জন্য সরাসরি দায়ী) তাদের নিজ দায়িত্বের বাইরে গিয়ে ছোট ছোট নতুন পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে তারা কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিজ নিজ সেবা খাতে নতুন ধারণা যোগ করে সেবার মান বৃদ্ধি করতে পারে। ফলশ্রুতিতে সেবা গ্রহণকারীর সেবা গ্রহণে সময়, খরচ এবং ভ্রমণের ব্যয় হ্রাস পায়। এ প্রক্রিয়ায় তারা একজন সহমর্মীর অবস্থানে গিয়ে সেবা গ্রহণকারীর অবস্থা বিবেচনা করে বন্ধুত্বপূর্ণ পন্থায় তাদের সমস্যা দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করে। সেবা গ্রহণকারীর সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে কর্মকর্তাগণ নতুন নতুন ধারণা উদ্ভাবন করে।

এ পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় উদ্যোগ গ্রহণকারীর গবেষণা ও সংশ্লিষ্টদের পরামর্শে একটি বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান বের হয়ে আসে। স্থানীয় সম্পদ ও সুবিধাভোগীদের সমর্থন নিয়ে নিজ নিজ দপ্তর/সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা উদ্ভাবনে তরুণ কর্মকর্তাগণ সফল হয়েছে। এ শোকেসিং এর মাধ্যমে প্রণীত সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংগে আলোচনা করে পাইলট উদ্যোগ চূড়ান্ত করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী অফিসারগণ পাইলট প্রকল্প পরিচালনার জন্য স্থানীয় সম্পদ গ্রহণ, বাস্তবায়ন দল গঠন এবং সম্ভাব্য অংশীদারিত্ব অনুসন্ধান করে উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করে।

এটা আমদের গর্বের বিষয় যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রথম মন্ত্রণালয় যারা ২০১৯ সালে ৩য় পর্যায়ে ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করছে, অন্য কোন মন্ত্রণালয় ৩য় পর্যায়ে ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করে নি। শোকেসিং-এ মোট ৩৪টি উদ্ভাবনীকে শোকেসিং করা হয়েছে, তাঁর মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১টি, মৎস্য অধিদপ্তর ১২টি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১১টি, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১টি, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট ৪টি, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট ৩টি, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ১টি ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমী ১টি করে উদ্ভাবনী শোকেসিং করা হয়েছে। শোকেসিং-এ উপস্থাপিত ৩৪টি উদ্ভাবনীর মধ্যে ৩টি উদ্ভাবনকে রেপ্লিকেশনের করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভিশন ও মিশন

রূপকল্প (Vision):সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission):মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বেবাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অর্জন করেছে অভাবনীয় সাফল্য। শ্রমঘন, তুলনামূলক স্বল্প বিনিয়োগ এবং স্বল্প ভূমিতে বাস্তবায়নযোগ্য বিধায় অনুকূল জাতীয় প্রেক্ষাপটে দেশে প্রাণিসম্পদ শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। এই খাতের উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কাজের পরিধি ও পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে গবাদিপশু জাত সংরক্ষণ , দুগ্ধ উৎপাদনসহ হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ খাতে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৪৫% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৫৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪০ শতাংশ। মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৩.৬২ ভাগ, জিডিপির আকার ৩৯৬২৪.৬ কোটি টাকা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টায় ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুধ, মাংস ও ডিমের স্থিরকৃত চাহিদা যথাক্রমে ১৫০ মিলি লি./দিন, ১১০ গ্রাম/দিন এবং ৯৫টি/বছরে অর্জিত হয়েছে।

এটুআই প্রোগ্রাম ,মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে । বর্তমানে সারাদেশে ২২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ ৩২ টি উপজেলায় চলমান আছে । কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং দারিদ্রতা নিরসনে প্রাণিসম্পদের অবদান খুবই গুরূত্বপূর্ণ। সময় সাশ্রয়, ব্যয় হ্রাস এবং ভোগান্তি লাঘব এ তিন মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ইনোভেশন কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০১

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ **ইউনিয়ন পরিষদে "ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র" স্থাপন**

২। সমস্যাঃ প্রান্তিক কৃষকদের জন্য প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ কষ্টসাধ্য, ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ; টিকা গ্রহণে প্রান্তিক কৃষকদের অধিক যাতায়াত ব্যয়; সঠিক সময়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা গ্রহণে অপারগতা; প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবা গ্রহণে যাতায়াতের অসুবিধায় কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণে অনিহা; ছোট খাট সমস্যায় দূরবর্তী হাসপাতালে গমনের অনীহায় রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি; সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা।

৩। সমাধানঃগ্রামাঞ্চলে পুরুষরা কাজের জন্য বাড়ির বাহিরে থাকে বিধায় নারী ও শিশুরাই মূলতঃ প্রাণিদের দেখভাল করে, কাজেই দোরগোরায় সেবাকেন্দ্র নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য সেবা গ্রহনে বিশেষ অবদান রাখবে এবং সেবাগ্রহনে সময়, ভিজিট ও ব্যয় হ্রাস পাবে। সেবাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রাণী পালনকারিদের সেবা গ্রহনে ভোগান্তি নিরসন পূর্বক গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি পালনে এবং খামার স্থাপনে মানুষ কে অনুপ্রানিত করা সহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব হবে ।

৪। বর্ননা (ছবিসহ): প্রকৃত পক্ষে, আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থায় প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অনুযায়ী এর উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী এবং এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ বাস্তব পরিকল্পনার। এই উদ্যোগটি মূলতঃ প্রাণিসম্পদের প্রসারের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম সদর এর দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকা উন্নত করার লক্ষ্যে প্রণীত। ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগনের একটি বড় অংশ পরিবারিক পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ লালন পালন করলেও এর ব্যবস্থাপনা ও খাদ্যের বিষয়টি তারা গুরুত্বের সাথে ভাবেন না। আবার দারিদ্রের কারণেও এর সুষ্ঠু

ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব

হয়ে উঠেনা। অন্যদিকে জনবল সংকটের কারনে সরকারের দিক থেকে নির্ধারিত সেবা (চিকিৎসা ও অন্যান্য) মূলতঃ উপজেলা কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে গ্রাম পর্যায় থেকে প্রাণি সম্পদের সেবা গ্রহন সম্ভব হয়ে উঠেনা। ফলে, প্রাণিসম্পদের কাংখিত উন্নয়ন এবং এ থেকে প্রাপ্য সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা তারা গ্রহণ করতে পারেন না।

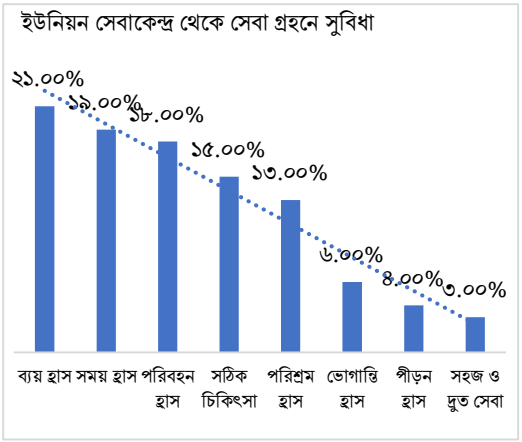

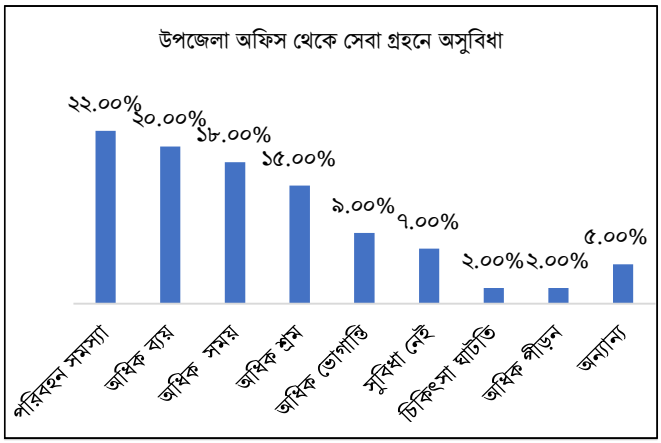

এই উদ্যোগটির মূল দর্শন হচ্ছে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবা সমূহ জনগনের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া এবং সেবা গ্রহণে সময়, ভিজিট ও ব্যয় কমানো।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল

বিষয়	পূর্বের অবস্থা	প্রত্যাশিত ফলাফল (টিসিভির আলোকে)	অর্জিত ফলাফল
সময়	২-৮ ঘন্টা	১০ মিঃ-২ ঘন্টা	১০মিঃ-২ ঘন্টা
খরচ	৫০০/- ৫০০০/=	০-৫০০/=	০-৫০০/=
যাতায়াত	৫-১০ বার	২-৩ বার	১-২ বার
কৃত্রিম প্রজনন ও টিকাদান	সঠিক সময়ে হয় নাই	সঠিক সময়ে হবে	সঠিক সময়ে হচ্ছে

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা: বর্তমানে দেশব্যাপি ৮০টি উপজেলায় রেপ্লিকেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ, ২৮/০২/২০১৮ খ্রি.

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল:

ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, উপ সচিব

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,

মোবাইল- ০১৭১২২০৬৬৪৪, email:amitavodvm@gmail.com

১০। ভিডিও (যদি থাকে)

<u>উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০২</u>

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ বিনামূল্যে মোবাইল এস এম এস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান

২। সমস্যাঃ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, উপজেলা সদর থেকে দূরের অঞ্চলে, চরাঞ্চলে এবং দুর্গম এলাকার দরিদ্র কৃষক, হাঁস মুরগী, গরু মহিষ, ছাগল ভেড়া পালনকারী, এবং অন্যান্য খামারীগনের নিকট সহজে এবং সরাসরি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছে না । এতে ক্ষতিগ্রস্থ হন দরিদ্র কৃষক, প্রান্তিক চাষী, অসহায় বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা, হাঁস-মুরগী, গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া পালনকারী, এবং অন্যান্য খামারীগন।

৩। সমাধানঃ বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের জন্য BCC - তে একটি Mobile SMS Server স্থাপন করা হয়েছে এবং SMS Service Software এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে সরাসরি চিকিৎসা সেবা পৌঁছে না অর্থাৎ উপজেলা সদর থেকে দূরের অঞ্চলে, চরাঞ্চলে এবং দুর্গম এলাকার দরিদ্র কৃষক, হাঁস মুরগী, গরু মহিষ, ছাগল ভেড়া পালনকারী, এবং অন্যান্য খামারীগনকে এস. এম. এস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৪। বর্ননা (ছবিসহ)

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক ও খামারিগন তাদের মোবাইল থেকে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সমস্যার কথা লিখে ১৬৩৫৮ (টোল ফ্রি) নম্বরে এস এম এস পাঠালে ডাটাবেজ থেকে ফিরতি এস এম এসে উত্তর পেয়ে যাবে। ডাটাবেজে উত্তর না থাকলে তা আন-আন্সারড ফোল্ডারে জমা থাকবে এবং ম্যানুয়ালি তার উত্তর দেওয়া হবে। ডাটাবেজে ৫১৬০০ প্রশ্ন ও উত্তর রয়েছে। তাছাড়া অনলাইনেও স্মার্ট ফোন, ট্যাব, ল্যাপ্টপ বা ডেস্কটপ থেকেও sms.dls.gov.bd web page থেকে ২৪ ঘন্টা (সপ্তাহে ৭ দিন) সেবা পাওয়া যাবে।

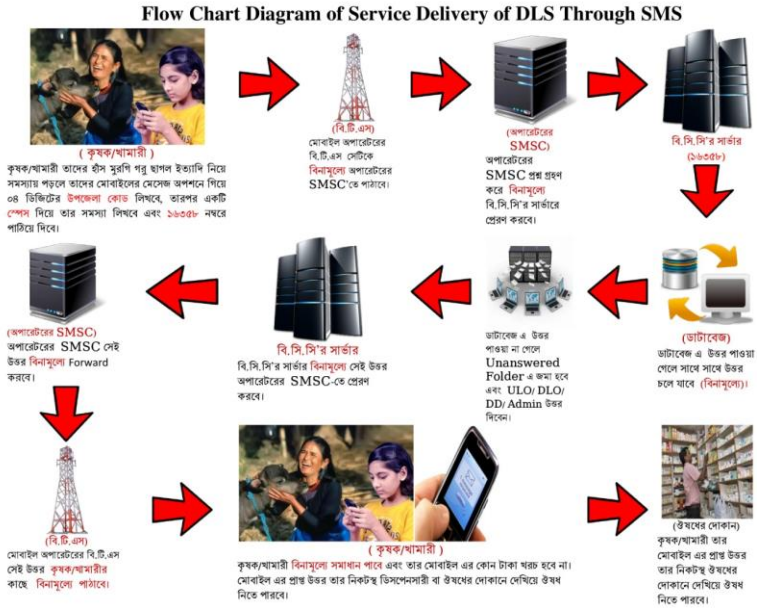

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

টিসিবি	সময়	খরচ	যাতায়াত
বাস্তবায়নের পূর্বে	৮-১০ ঘন্টা	৫০০/- - ৩,০০০/-	২০০/- - ৩০০/-
বাস্তবায়নের পরে	৩-৫ সেকেন্ড	খরচ নাই	০০
প্রত্যাশিত সুবিধা	অত্যন্ত কম সময়	খরচ নাই	ঘরে বসে সেবা পাচ্ছেন

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল:

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা: বাংলা ভার্সন-এর কাজ চলমান

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ, ২৮/০২/২০১৮ খ্রি.

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ই-মেইল:

মোঃ সোহরাব হোসেন, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা

মোবাইল-০১৭১১-৪৮৯০২৩; ই-মেইল- sohrab@dls.gov.bd

১১। ভিডিও (যদি থাকে)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৩

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ **স্কুল আঙ্গিনায় ঘাসের বাগান**

২। সমস্যাঃ অসচেতনতা, তথ্যের অপ্রতুলতা ও প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞানের অভাবে কৃষকরা ঘাস চাষে উদ্বোদ্ধ হয় না, ফলে ঘাস চাষ সম্প্রসারণ না হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদের পালিত গবাদিপশু অপুষ্টিতে ভোগে এবং দুধ ও বাচ্চা উৎপাদন হ্রাস পাওয়াসহ নানাবিধ প্রজনন রোগে আক্রান্ত হয়। পরিণতিতে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং খামার স্থাপনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। অসচেতনতা, তথ্যের অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞানের অভাব। ঘাসের কাটিং সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় ও যাতায়াত ব্যয়।

৩। সমাধানঃ পাইলট আকারে বরুয়াজানী হাসান উচ্চ বিদ্যায়ল,কাকরকান্দি ইউনিয়ন মাঠে ঘাস চাষ প্রদর্শনী পলট তৈরী করা হয়। শিক্ষকবৃন্দকে ঘাস ও ঘাস চাষ পদ্ধতি বিষয়ে টিওটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শ্রেণী শিক্ষকগণ ছাত্রদের ঘাস ও ঘাস চাষ পদ্ধতি বিষয়ে জ্ঞান দান করেন। পরবর্তীতে ঘাসের কাটিং তৈরী করে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারা বাড়ীতে নিয়ে কাটিং রোপন করে। পরবর্তীতে এই ঘাস বড় হওয়ার পর আবারও কাটিং তৈরী করে ঘাস চাষ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

৪। বর্ননা (ছবিসহ): বর্তমান অবস্থায় একজন খামারী/গবাদিপশু পালনকারী অফিসে এসে ঘাসচাষ বিষয়ে সেবা পেতে গিয়ে যে সময় ও অর্থ ব্যয় করেন তা থেকে পরিত্রাণ প্রদানের লক্ষ্যে অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ অফিসে না এসেও তিনি যেন নিজ এলাকা থেকে সহজে সেবা পেতে পারেন তার জন্যই এই আইডিয়ার উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	**বিবরণ**	**প্রয়োজনীয় অর্থ**	
জনবল	৩ (তিন) জন	১,৫০০/-	অফিসিয়াল ববাদ্দ
বস্তুগত	কোদাল, নিরানি,দা, কাটিং,সাইন বোর্ড. সার, বেড়া,সেচ	৩,০০০/-	অফিসিয়াল বরাদ্দ
অন্যান্য	পলট তৈরীর জায়গা	----	স্কুল আঙ্গিনা
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ	৪,৫০০/-		

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

	সময়	**খরচ**	**যাতায়াত**
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	**১ দিন**	**২০০/-**	**১-২ বার**
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	**-----**	**----**	**----**
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	সময় লাগবে না	খরচ লাগবে না	যাতায়াত লাগবে না
অন্যান্য সুবিধাঃ	**গোখাদ্যের অভাব দূর হয়েছে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে।**		

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা: পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। এখন রেপ্লিকেশনে যেতে হবে।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ (উত্তর হ্যাঁ হলে শোকেসিং-এর তারিখ প্রদান করুন)

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল:

ডা. কুমুদ রঞ্জন মিত্র, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মুন্সিগঞ্জ;

মোবাইল-০১৭১২৫৫৩৩৫০,kumudranjan_10@yahoo.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৪

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ **তৃণমূল পর্যায়ে গবাদিপশু পালন ও গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ**

২। সমস্যাঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু **হৃষ্টপুষ্টকরণ সম্পর্কে জ্ঞানের অবাব। ক্ষতিকারক স্টেরয়েড ব্যবহার। প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি। আধুনিক পদ্ধতি গবাদিপশু পালন সম্পর্কে ধারনার অভাব।**

৩। সমাধানঃ

৪। বর্ননা (ছবিসহ): প্রাণি প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারনার অভাবে সাধারণ মানুষ গবাদিপশু পালন করে কাঙ্খিত ফল পায় না। প্রান্তিক জনগনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ে অভিজ্ঞগতার অভাবে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক স্টেরয়েড ব্যবহার বেড়ে চলেছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য জনগনের দোড়গোড়ায় গুনগতমান সম্পন্ন সেবা পৌছে দেওযা অর্থাৎ গ্রামীণ পর্যায় পর্যন্ত পশুপালন সর্ম্পকৃত তথ্যাদি পৌছে দেওয়া।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	নিজ দপ্তরের জনবল	-	--
বস্তুগত	ঔষধ, সার্টিফিকেট ও যাতায়াত ভাতা	২০০০০/-(প্রাপ্ত)	উপজেলা পরিষদের এডিপি ফান্ড
অন্যান্য	সফটওয়্যার ও ডাটাবেইজ তৈরি, ডকুমেন্ট তৈরি	৫০০০০/-	
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		২৫০০০০/-	উপজেলা পরিষদের এডিপি ফান্ড

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

	সময়	**খরচ**	**যাতায়াত**
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৮-১২ দিন	১৫০০	৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২ দিন	৫০	-
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৮-১০ দিন সাশ্রয়	১৪৫০	-

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা: পাইলটিং চলমান

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ, ২৮/০২/২০১৮ খ্রি.

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল:

ডাঃ ফারহানা জাহান, থানা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
থানা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা মেট্রো
তেজগাঁও, ঢাকা। ০১৭৩৪-০৪৯৬৮১; fjrisha@gmail.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৫

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ গাভীর কৃত্রিম প্রজনন ট্র্যাকিং সিস্টেম

২। সমস্যাঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সারা দেশে কৃত্রিম প্রজননের অর্জিত সংখ্যা ৩৪,৫৪,৮২০ । সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন সংখ্যা ১১,৮৫,৩০৯ । সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন হার **শতকরা ৩৪** ভাগ । অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে দেশে **কৃত্রিম প্রজননের ৬৬ ভাগ** অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গাভী কৃত্রিম প্রজনন করানোর পরও সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন করছে না । গাভী প্রতি প্রজননে গাভী পালনকারীর যদি ৩০০/- টাকা করে খরচ হয় তাহলে কৃত্রিম প্রজননের জন্য প্রতি বছর ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭০ কোটি টাকা । এতে গাভী পালনকারী খামারীর সময়, খরচ ও ভিজিটি (যাতায়াত) নষ্ট হচ্ছে। সংকরায়নের শতকরা হার সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা না থাকায় সেবা গ্রহীতা বিভ্রান্তির স্বীকার হয়। গর্ভধারনে ব্যর্থ হলে দুইবার ফ্রি প্রজননের বিষয়ে সেবা গ্রহীতার স্বচ্ছ ধারনা না থাকায় ভোগান্তির স্বীকার হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেবাগ্রহীতারা সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

আবার বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি- রেজিষ্টার **পদ্ধতি বিদ্যমান থাকায় ২.৫ বছর পরে F১ progeny'র** বংশের কুলনামা (pedigree history) সঠিকভাবে সংরক্ষণ না থাকার কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক **গাভী পালনকারী এবং ডেইরী খামারী বা দুগ্ধ খামারীরা তাঁহাদের কাংখিত বা প্রত্যাশিত ফলাফল হতে** বঞ্চিত **হচ্ছে এবং দিন দিন হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে । তাই, প্রজননকৃত গাভীর তথ্য সংরক্ষণে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করলে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব ।**

৩। সমাধানঃ

অনলাইনে গাভীর কৃত্রিম প্রজননের সকল তথ্য সংরক্ষণ www.dlsai.gov.bd.গাভীর বংশানুক্রম বা pedigree তথ্য সংরক্ষণের জন্য গাভীর কানে ডিজিটাল RFID ট্যাগ প্রদান। মোবাইল অ্যাপসের (Insemination Tracking) মাধ্যমে খামারীরা তাদেঁর প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য পাবেন । গাভীর প্রজনন সংক্রান্ত স্ট্যান্ডাড ডাটাবেইজ পাওয়া যাবে । অপেক্ষাকৃত কম সময়ে অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের গাভীর জাতের সৃষ্টি । অধিক পরিমান দুধ ও মাংশের উৎপাদন বৃদ্ধি । গাভীর জাতের বিশুদ্ধতা বা purity বংশানুক্রম তৈরী হবে । খামারীদের কৃত্রিম প্রজননে উৎসাহিত করার জন্য কৃত্রিম প্রজনন সুবিধা সম্বলিত ব্যানার ও লিফলেট প্রদান । ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কৃত্রিম প্রজনন কর্মী ও ভিএফএদের অবহিত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান । নির্বাচিত নিম্ম ও মধ্যম পর্যায়ের গাভী পালন খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ।

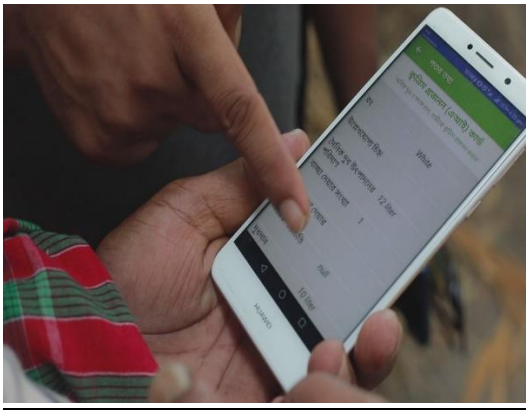

৪। বর্ননা (ছবিসহ): কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গাভীর সৃষ্টি তথা গাভীর জাত উন্নয়ন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সবচেয়ে জনপ্রিয় সেবা প্রদান পদ্ধতি। খামারীরা গাভীর কৃত্রিম প্রজননের পর কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র বা পয়েন্টের সাথে তেমন কোন যোগাযোগ বা পরামর্শ করে না। ফলে খামারীরা প্রজননকৃত গাভীর সর্ম্পকে সঠিক তথ্যের অভাবে উক্ত গাভীর বাছুরের সঠিক নিদির্ষ্ট জাত উন্নয়নে তাঁরা বিভিন্ন রকম অসুবিধায় পড়ে। অপরদিকে সঠিক সময়ে কৃত্রিম প্রজনন তথ্যের অভাবে গাভীর জাত উন্নয়ন তথা বংশানুক্রম বা pedigree না জানার জন্য সঠিকভাবে জাত উন্নয়ন ঘটছে না। তাই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন তথা সঠিক মনিটরিং এর জন্য স্ট্যান্ডাড ডাটাবেইজের প্রয়োজন।

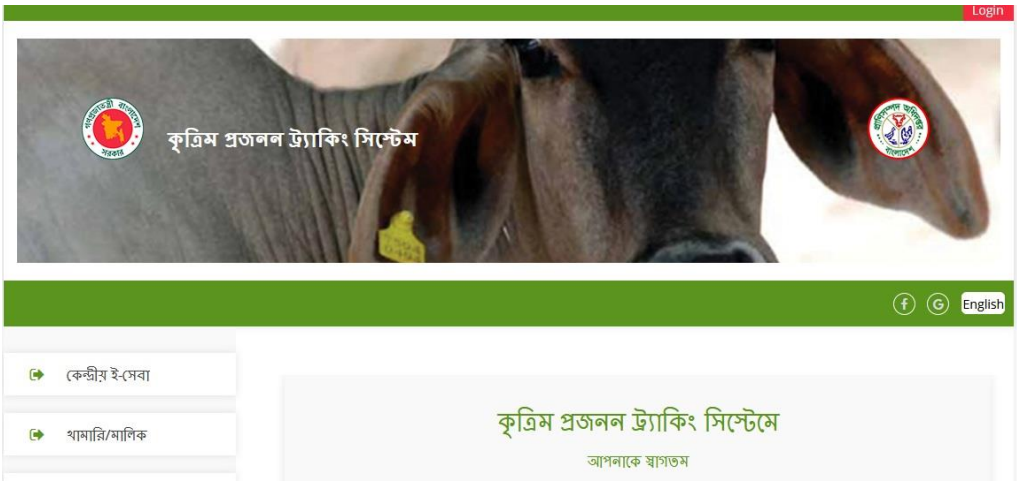

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলা ১৪ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। অন্যান্য উপজেলার ন্যায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ বাকেরগঞ্জ, বরিশালের প্রধানতম কার্যক্রম হচ্ছে গবাদি পশু ও পাখির চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশি গাভীর জাত উন্নয়ন তথা কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান, গবাদি পশু ও পাখির প্রতিশোধক টিকা প্রদান কর্মসূচী এবং **গাভী বা ডেইরি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাসঁ, মুরগি (ব্রয়লার, লেয়ার, সোনালী) পালনকারী খামারীদের পরামর্শ প্রদান। কিন্তু প্রান্তিক পর্যায়ে সেবা প্রদানের একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে রের্কড কিপিং সিষ্টেম। যা বর্তমানে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে অ্যানালগ পদ্ধতি বা** রেজিষ্টার **পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষক বা খামারী তাঁর** গবাদি পশু ও পাখির উপরোক্ত সেবা দানের সঠিক তথ্য পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য এবং যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। কারণ, প্রয়োজনীয় জনবল সংকট, রেজিষ্টার লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ এবং তথ্যের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। কৃত্রিম প্রজনন করানোর পর সাধারণত কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট অথবা উপ-কেন্দ্রের সাথে খামারীর তেমন কোন যোগাযোগ থাকে না। খামারীর কৃত্রিম প্রজনন সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকায় বিভিন্ন ধরণের

বিভ্রান্তির স্বীকার হয়। যথাযথভাবে তথ্য সংরক্ষণের অভাবে সঠিক জাত ও এর ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায় না। খামারীগণ গর্ভ পরীক্ষকরণের সময় সম্পর্কিত হিসাব ও প্রসবের সঠিক তারিখ অনেকক্ষেত্রেই সংরক্ষণ করতে পারে না। ষাঁড় ও তার সিমেনের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে কোন ডাটাবেইজ নেই। নিবিড় যোগাযোগ না থাকায় ও সঠিক জ্ঞানের অভাবে খামারীরা উচ্চ মুল্যে বেসরকারী প্রজননকারী সংস্থার কাছে চলে যায়।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল: প্রকল্পটি পাইলট এলাকায় ডেইরী উন্নয়ন ও মাংশ উৎপাদন বিকাশের জন্য নির্ধারন করা হয়েছে। দুধ ও মাংশ উৎপাদনের টেকসই উন্নয়ন তথা ভূমিহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারী ডেইরী খামারীর কর্মসংস্থান, পুস্টির উন্নয়ন এবং আয়বৃদ্ধিই প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি বেসরকারী সেক্টরের অংশগ্রহণ এবং খামীর পন্যের ন্যায্য মূল্যের জন্য স্থানীয় বাজার সৃষ্টি হবে। খামীর গাভীর তথ্য তাঁর হাতের মুঠায় থাকায় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তথা প্রাণিসম্পদ দপ্তর তার door step এ অবস্থান করবে। অতি অল্প সময়ে প্রকল্প এলাকার সকল প্রজননকৃত গাভীর তথ্য সমৃদ্ধ Standard Database তৈরী করে অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের গাভী সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণ এবং গুনগত মানম্পন্ন বাছুর উৎপাদন নিশ্চিত হবে। বর্তমান সনাতন রেজিষ্টার পদ্ধতিতে কৃত্রিম প্রজননের তথ্য সংরক্ষণের পরির্বতে অনলাইনে তথ্য সংরক্ষিত হচ্ছে। ফলে প্রজননকৃত গাভীর বকনা ২.৫-৩ বছর পরে কৃত্রিম প্রজননের জন্য অফিসে আসবে। গাভীর বংশানুক্রম বা pedigree তথ্য অনলাইনে সংরক্ষণের ফলে গাভীর তথ্যে বেশ সহজলভ্য এবং হাতের মুঠায় থাকবে। ফলোশ্রুতিতে ডেইরী খামারীরা সঠিক কাংক্ষিত সংকর জাত সৃষ্টি করতে পারবে। গাভীর প্রজনন তথ্য অনলাইনে থাকার ফলে সমস্যার সমাধান হবে। গাভীর খামারীরাও তাদেঁর গাভীর তথ্য মোবাইল অ্যাপসের (Insemination Tracking) মাধ্যমে জানতে পারবে।

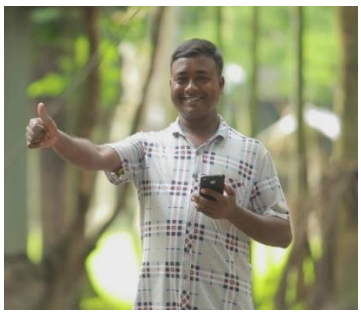

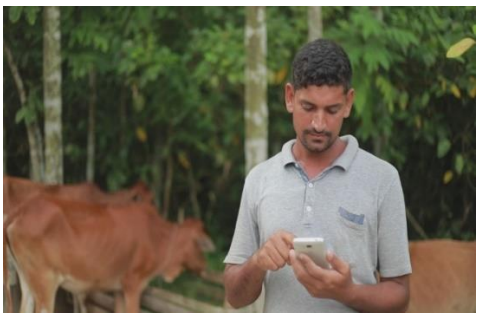

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা: পাইলটিং কার্যক্রম চলমান

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ-২৮/০২/২০১৮ এবং ১৪/০৫/২০১৯

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল:

ডা: পলাশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
তজুমদ্দিন, ভোলা।
মোবাইল: ০১৭৩১ ৬৭৯৩৬৭
ইমেইল: palash.vs@gmail.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৬

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ গ্রাম ভিত্তিক প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প

২। সমস্যাঃ

উপজেলার দূরের গ্রামের সেবা গ্রহিতাগণ (গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির মালিক) বিশেষ করে নারী,শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীরা তাদের গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ ও অন্যান্য সমস্যা থাকা সত্বেও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে এসে সময়,পরিবহন ব্যয় ও কষ্ট করে চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ সেবা না নেওয়া। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সেবা গ্রহিতাগণ তাদের গবাদি পশুর চিকিৎসায় কবিরাজী ঔষধ, গ্রাম্য প্রাথমিক চিকিৎসকদের ঔষধ ব্যবহারের ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া। আধুনিক প্রাণিসম্পদ সেবা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে দুরের গ্রামে না পৌঁছানো।

৩। সমাধানঃ

সপ্তাহে ১ (এক) দিন উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার / ভেটেরিনারী সার্জন এর নেতৃত্বে টিম কতৃর্ক উপজেলার দুরের গ্রামে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সেবায় আধুনিক প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা। প্রয়োজনে মোবাইল কলের মাধ্যমে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার / ভেটেরিনারী সার্জন এর পরামর্শ গ্রহণ। জরুরী প্রয়োজনে প্রাণিসম্পদ স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক সেবা প্রদান। প্রকল্পে গৃহিত সমাধানে ফলে সেবা গ্রহিতাদের সময় , খরচ ও যাতায়াতসহ ভোগান্তি কমেছে।

৪। বর্ননা (ছবিসহ): গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণে গরু ,মহিষ, ছাগল,ভেড়াকে ক্ষুরা,তড়কা ,বাদলা ,গলাফুলা ও মুরগিকে রাণীক্ষেত ,কলেরা,ফাউল পক্স এবং হাঁসকে ডাক প্লেগ ও কলেড়া রোগের টিকা প্রদান। প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্য সেবা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ কমর্কর্তা/ভেটেরিনারি সার্জন এর নেতৃত্বে টিম কতৃর্ক গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পরীক্ষা করে চিকিৎসা ও অন্যান্য

স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান। রোগ নিণর্য়ে প্রয়োজনে নমুনা সংগ্রহ। প্রাণিসম্পদ বিভাগের বুকলেট,ফোল্ডার ও লিফলেট বিতরণ।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ):

পরিকল্পনা প্রণয়ন

⇓

টিম গঠন (ইউ.এল.ও/ভি.এস, ভি.এফ.এ ২জন ও সংশ্লিষ্ট এলাকার একজন প্রাণিসম্পদ স্বেচ্ছাসেবী)

⇓

উপকরণ সংগ্রহ (টিকা বীজ,সিরিঞ্জ,ঔষধ,যন্ত্রপাতি ইত্যাদি)

⇓

গ্রামভিত্তিক সেবা ক্যাম্পের অগ্রিম কমর্সূচি প্রণয়ন

⇓

অবহিত করণ ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রচারনা চালানো

⇓

টিম কতৃর্ক নিদির্ষ্ট তারিখ , সময় ও স্থানে সেবা ক্যাম্পের কাযর্ক্রম পরিচালনা ।

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

টিসিভি(TCV)	প্রকল্প গ্রহণের আগে	প্রকল্প গ্রহণের পরে
সময় (Time)	১ দিন	৩০ মিনিট

খরচ (Cost)	৩০০টাকা	০.১৫-১০টাকা(টিকার মূল্য)
যাতায়াত (Visit)	১থেকে ৩বার	তাৎক্ষনিক সেবা; প্রয়োজনে ১বার

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল

প্রত্যাশিত ফলাফল (টিসিভির আলোকে)	অর্জিত ফলাফল
সময়	৩ ঘন্টার স্থলে ২০মিনিটে কাজ সম্পন্ন
খরচ	২০০টাকার স্থলে ০.১৫-১০টাকা
যাতায়াত	৩ বারের পরিবর্তে প্রয়োজনে ১বার

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা: প্রকল্পটি অবশ্যই টেকসইযোগ্য। প্রকল্পের সেবার মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী প্রাণিসম্পদ বিভাগ ও সেবা গ্রহণকারী গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির মালিকগণ উভয় পক্ষই সুবিধা পাওয়ায় সহজেই গৃহিত হয়েছে।
৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ-২৮/০২/২০১৮ এবং ১৪/০৫/২০১৯
১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল:
ডা. আব্দুল মজিদ, সহকারি পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রংপুর।
০১৭১২-০২১৭২০, maz_id10@yahoo.com
১১। ভিডিও (যদি থাকে)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৭

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ লাইভস্টক ডায়েরি" মোবাইল এ্যাপস

২। সমস্যাঃ গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর, কাপাসিয়া, কালিগঞ্জ, কালিয়াকৈর এবং শ্রীপুর সহ মোট ০৫টি উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকার গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি লালন পালনকারীগণ দূর দূরান্ত হতে জেলা/উপজেলা অফিসে এসে পরামর্শ নেয়া খুবই কষ্টসাধ্য, সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। পাশাপাশি অজ্ঞতা, সচেতনতার অভাব এবং পরামর্শ প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় তাদের পক্ষে সঠিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি লালন করা সম্ভব হচ্ছেনা অন্য দিকে রোগবালাই সম্পকে নুন্যতম ধারনা না থাকার কারণে ক্রমাগত তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ডিম, দুধ ও মাংসের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে ।

৩। সমাধানঃ

মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে খামারীগণ ---

১. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ বালাই সম্পর্কে জানতে পারছেন।
২. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির আধুনিক পদ্ধতিতে কম খরচে বাসস্থান তৈরীর সম্পর্কে জানতে পারছেন।
৩. চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ গ্রহণ করছেন।
৪. টিকা প্রদানের বিষয়ে ভ্যাক্সিনেশন সিডিউল জানতে পারছেন।
৫. কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে গাভী পালনকারী সেবা গ্রহণ করছেন।
৬. খামার স্থাপন ও উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য জানতে পারছেন।
৭. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জানতে পারছেন।
৮. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক টিকার ব্যবহার ও টিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারছেন।
৯. বিভিন্ন সংক্রামক রোগের আগাম তথ্য জানতে পারছেন।
১০. জীবনিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করছেন।

৪। বর্ননা (ছবিসহ): প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও তথ্য সেবা সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে "Livestock Diary" (লাইভস্টক ডায়েরি) শিরোনামে একটি মোবাইল অ্যাপস উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট সকল খামারী তাদের মোবাইল ফোনে খুব সহজে এবং যে কোন সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছেন অন্যদিকে প্রাণিসম্পদের প্রতি আগ্রহী দেশের সাধারণ জনগণ তথ্য ভান্ডারে সমৃদ্ধ হচ্ছেন। বর্তমানে "লাইভস্টক ডায়েরি" মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে খামারীগণ কম

সময়ে, কম খরচে ও কম ভোগান্তিতে আধুনিক ও মানসম্পন্ন প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যসেবা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিতদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল: বর্তমানে "লাইভস্টক ডায়েরি" মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে খামারীগণ কম সময়ে, কম খরচে ও কম ভোগান্তিতে আধুনিক ও মানসম্পন্ন প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যসেবা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। এই উদ্যোগের ফলে অতি সহজেই খামারীগণ পরামর্শ সেবা গ্রহন করতে পারছেন, ফলে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

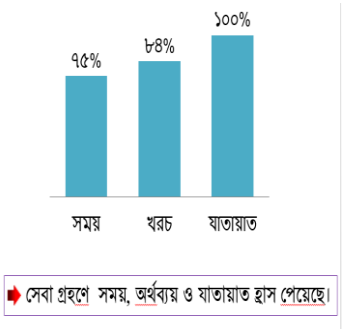

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ- ২৮/০২/২০১৮ খ্রি.

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল

ডাঃমোঃমুখলেছুর রহমান, ভেটেরিনারি সার্জন, জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, গাজীপুর।
০১৭১১-১৮৯৮৯৫; muklesdls@gmail.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৮

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ আধুনিক কৃত্রিম প্রজনন সেবার মাধ্যমে গর্ভধারনের হার বৃদ্ধি, মান সম্পন্ন বাছুর এবং অধিক দুধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ

২। সমস্যাঃ উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রিয়ভাবে কৃত্রিম প্রজনন সেবার কোন ডাটা বেইজ নেই এবং খামারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগের অভাবে প্রজনন হার কম, Calving interval বেশী, সংকর জাতের বাছুর গুলো দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন থাক।

৩। সমাধানঃ www.ulosadullapur.gov.bd

পেজটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা হবে যাতে ১৮ দিন পর এবং ৭৫ দিন পর প্রজননের তারিখটি বিশেষ রং ধারন করবে। ১৮তম দিনে প্রজনন সম্পর্কিত বিষয়ে মোবাইলে গাভীর মালিকের সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ দেওয়া হবে এবং ৭৫তম দিনের পর যোগাযোগ করে গর্ভপরিক্ষা নিশ্চিত করা করা হবে। একই সাথে স্বাস্থগত, পুষ্টি, কৃমিনাশক ও টীকা প্রদান সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা হবে। ২৯০ দিনের পর টেলিফোনে বাছুর জন্মের খবর নেয়া এবং এড়ে, বকনা পেজে লিপিবদ্ধকরন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

৪। বর্ননা (ছবিসহ):

বিদ্যমান সেবাদান পদ্ধতি	নতুন সেবাদান পদ্ধতি
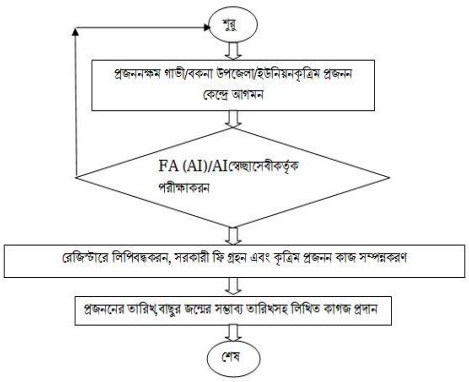	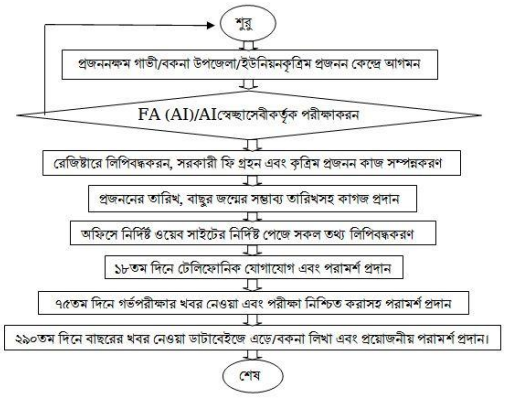

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	নিজস্ব	--	
বস্তুগত	ডোমেইন ও সফটওয়্যার	৫,০০০/-	টিম লিডারের নিজস্ব অর্থায়নে
অন্যান্য			
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		৫,০০০/-	

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল:

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৫	৫*৩০০=১,৫০০/	৫
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২	২*৩০০=৬০০/-	২
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৩	৯০০/-	৩
অন্যান্য সুবিধাঃ ❖ নিবিড় যোগাযোগের ফলে ১০% দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিপাবে বাছুরের দাম ২০% বেশী হবে এবং Calving interval ৪/৫ মাস কম হবে।			

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ (উত্তর হ্যাঁ হলে শোকেসিং-এর তারিখ প্রদান করুন)

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল: ডাঃ এ এস এম সাদেকুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা, ০১৭১০৪১৫২৫৭, sadeqdls@gmail.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৯

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ তৃনমূল পর্যায়ে টিকাপ্রদান কর্মীর মাধ্যমে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগীর টিকা প্রদান সেবা সহজীকরণ

২। সমস্যাঃ সময়মত সঠিক টিকা পাওয়ার অনিশ্চয়তা ।অদক্ষ সেবা প্রদানকারীদের দ্বারা বিভ্রান্তিতে পড়া ।টিকার সুষ্ঠ বন্টনের অভাব ।আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ।

৩। সমাধানঃ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন থেকে প্রশিক্ষীত টিকাদান কর্মীরমাধ্যমে নির্ধারিত এলাকায় গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগীর টিকা প্রদান। টিকাদান ক্যালেন্ডার অনুসরনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ অফিস/ এলাকা ভিত্তিক টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে টিকা গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৪। বর্ননা (ছবিসহ)

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

প্রয়োজনীয় সম্পদ			**কোথা হতে পাওয়া যাবে?**
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	২জন টিকাদানকর্মী।		সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন থেকে
বস্তুগত	টিকা,ফ্রিজ,ফ্লাস্ক,সিরিঞ্জ, নিডল,খাতা,কলম,কিট বক্স,ব্যাগ।	১,০০,০০০/-	উপজেলাপরিষদের ফান্ড/স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি,প্রাণিসম্পদ দপ্ত রর অব্যবহৃত বা মেরামতযোগ্য ফ্রিজ মেরামত করে।
অন্যান্য	প্রশিক্ষন	------	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে বিনা মুল্যেপ্রশিক্ষন দেয়া হবে।
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		১,০০,০০০/-	পরিষদের ফান্ড/স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি,প্রাণিসম্পদ দপ্তরর অব্যবহৃত বা মেরামতযোগ্য ফ্রিজ মেরামত করে।

৬। টিসিবি (যদি থাকে):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৫ - ১৫দিন	২০০ - ৩১০/-	২ - ৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ -২ দিন	১০ – ২০/-	০ - ১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৪ – ১৩দিন সময় কমবে	১৯০ – ২৯০/টাকা কমবে	২ – ৩ বার যাতায়াত কমবে
অন্যান্য সুবিধাঃ	১। গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগীর মৃত্যু হার কমবে। ২। দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ৩। আত্ন কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হবে।		

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা: ফরিদপুর জেলার প্রতিটি উপজেলায় পাইলটিং চলছে।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ ২৮/০২/২০১৮ এবং ১৪/০৫/২০১৯

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল:

ডাঃ নুরুল্লাহ: আহসান, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ফরিদপুর।
০১৭১২৭৫১৮১৬; nurullahccbdf@gmail.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে)

ইউনিয়ন

খামারীদের তালিকা তৈরী ও ফোকাল পয়েন্ট

ইউনিয়ন টিকাদান কর্মী নির্বাচন

খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি

ক্যালেন্ডার ভিত্তিক টিকা

নিয়মিত তদারকি ও পরামর্শ প্রদান

মূলায়ন

শেষ

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ১০

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় গাভী ও বকনার কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান

২। সমস্যাঃ অফিস দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় দ্রুত গাভী ও বকনা নিয়ে উপস্থিত হতে না পারা। গাভী ও বকনা পালনকারী এবং খামারীদের কৃত্রিম প্রজননের সঠিক সময় সম্পর্কে অজ্ঞতা।

৩। সমাধানঃ লিফলেট বিতরনের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ, এসএমএস/মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অবহিত হওয়া এবং এসএমএস এর মাধ্যমে সেবাগ্রহিতাকে অবহতিকরণ, কৃষকের বাড়ীতে FAAI এর মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান, ভেটেরিনারী সার্জন/ইউএলও এর সাথে মোবাইল ফোনে পরামর্শ করে প্রজনন সংক্রান্ত রোগের সমাধান। ভেটেরিনারী সার্জন/ইউএলও এর সাথে মোবাইল ফোনে পরামর্শ করে প্রজনন সংক্রান্ত রোগের সমাধান।

৪। বর্ননা (ছবিসহ): বর্তমান অবস্থায় একজন খামারী/গবাদিপশু পালনকারী অফিসে এসে কৃত্রিম প্রজনন সেবা পেতে গিয়ে যে সময় ও অর্থ ব্যয় করেন তা থেকে পরিত্রাণ প্রদানের লক্ষ্যে অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ অফিসে না এসেও তিনি যেন নিজ এলাকা থেকে সহজে সেবা পেতে পারেন তার জন্যই এই আইডিয়ার উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	বিদ্যমান	---	---
বস্তুগত	লিফলেট তৈরি	৫০০০/-	উপজেলা পরিষদ
অন্যান্য	এসএমএস বান্ডেল ক্রয় ও প্রচার-প্রচারণা	১০০০০/-	উপজেলা পরিষদ

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	২-৬ ঘন্টা	৪৩০-৮৩০/-	১-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ ঘন্টা	৩০/-	০
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১ ঘন্টা -৫.৩০ ঘন্টা	৪০০-৮০০/-	১-২ বার

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা: পুন পাইলটিং এর কার্যক্রম চলমান।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ (উত্তর হ্যাঁ হলে শোকেসিং-এর তারিখ প্রদান করুন)

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল

ড. মোঃ আবু সাঈদ সরকার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ

০১৭১১-৭০৭৭১০

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ১১

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ **প্রাণি চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় ই-ভেট সফটওয়্যার**

২। সমস্যাঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দেশব্যাপি চলমান সকল কার্যক্রমের মধ্যে জনঘন, জনগুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় কার্যক্রম "প্রাণিকুলের চিকিৎসা"। সারা দেশের ৪৯২ টি উপজেলার ভেটেরিনারি হাসপাতালে প্রতিদিন আগত প্রায় ৯৫% কৃষক-খামারীগণ (প্রায় এক লক্ষ) পশুপাখির চিকিৎসা সেবার জন্যেই আসেন। কিন্তু প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনবল সংকট, কৃষক-খামারীগণ এর বাস্তব অবস্থান এর তুলনায় হাসপাতালের সংখ্যা ও অবস্থান, প্রাণি চিকিৎসার স্বাতন্ত্র প্রকৃতি প্রভৃতি কারনে বিদ্যমান ব্যবস্থায় সময়, অর্থ এবং ধাপ (ক্লেশ) সমূহ সেবা বাস্তবায়নে জটিলতার সৃস্টি করছে। ফলে, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, রপ্তানিমুখী প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন, অভিবাসন বিমূখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রাণিসম্পদ শিল্পায়নে কাংখিত লক্ষ অর্জন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

৩। সমাধানঃ খামারী ও গবাদিপশু-পাখির ইউনিক নম্বর ও তথ্য সম্বলিত অনলাইন একাউন্ট, রোগীর প্রোফাইল, অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, টেলিমেডিসিন, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেট, ঔষধের তথ্য ও নিয়মাবলী, ল্যাব ডায়াগনোষ্টিক, খামারীগণের অনুযোগ (কল্যাণ) ব্যবস্থাপনা, ড্যাশবোর্ড, আউটডোর ম্যানেজমেন্ট (পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট), রিপোর্টেবল রোগের নোটিফিকেশন এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে চিকিৎসার প্রতিবেদন সম্পর্কিত মডিউল রয়েছে এ সফটওয়্যারে।

৪। বর্ননা (ছবিসহ):

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

রিসোর্স ম্যাপ

প্রয়োজনীয় সম্পদ		
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ
জনবল	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল	-
বস্তুগত	ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টার, ইন্টারনেট ডিভাইস, ডিজিটাল ট্র্যাকার	রাজস্ব খাত
অন্যান্য	প্রশিক্ষণ	রাজস্ব খাত
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ	রাজস্ব খাত	-

ই-ভেট সার্ভিস এর অগ্রগতি

- ❑সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান রিভ সিস্টেমস লি: এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে
- ❑ইনসেপশন রিপোর্ট পাওয়া গেছে
- ❑মে ২০১৮ এর মধ্যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন হবে
- ❑জুলাই ২০১৮ হতে খামারি প্রশিক্ষণ শুরু হবে এবং দুটি উপজেলায় পাইলটিং শুরু হবে
- ❑চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান পরবর্তী এক বছর সাপোর্ট সার্ভিস অব্যাহত রাখবে

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

সমাধান

১। ওয়েব এপ্লিকেশন এবং মোবাইল ফোন এপ্লিকেশনসহ সফটওয়্যার প্রবর্তন
২। চিকিৎসক এবং কৃষক-খামারীগণ নৈকট্য বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা বাড়ানো
৩। ব্যবস্থাপনাকে ম্যানুয়াল হতে সহজতর ইলেক্ট্রনিক করা

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

শিরোনাম	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (বার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৪-৫	৮০০-১০০০	৩-৪
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১	১০০-২০০	১-২
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৩-৪	৭০০-৮০০	২
অন্যান্য চূড়ান্ত ফলাফল	১। সময়মত সঠিক চিকিৎসার ফলে গবাদিপশুর মৃত্যুহার কমবে ২। প্রাণিজাত আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানি সম্ভাবনা দ্রুত বাড়বে ৩। কর্মসংস্থান বাড়বে ৪। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষন সহজতর হবে		

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল

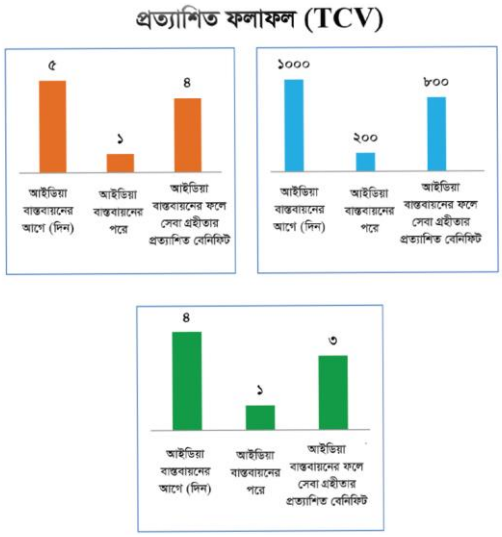

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা: গোপালগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার দুইটি উপজেলায় পাইলটিং চলমান। ইভেট সার্ভিস এর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার এ হোস্টিং ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, ডোমেইন নাম বিটিসিএল এ রেজিস্ট্রেশন হয়েছে (www.evet.gov.bd), মোবাইল এ্যাপ (ই-ভেটেরিনারি সার্ভিস/e-veterinary service) চালু রয়েছে, বিভিন্ন ধরণের ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে, দুটি উপজেলায় গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি এবং গাজীপুর সদর উপজেলা) সব ধরনের ইউজার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে, একটি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে এবং পরীক্ষামূলক ব্যবহার সাফল্যের সাথে চলছে।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ -২৮/০২/২০১৮

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল

ড. সৈয়দ আলী আহসান, সহকারি পরিচালক (এল/আর)

ইপিডেমিওলজী ইউনিট, ডিএলএস, ঢাকা।

০১৭১৫-১৫৬৯১১; ahasan67@gmail.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে)

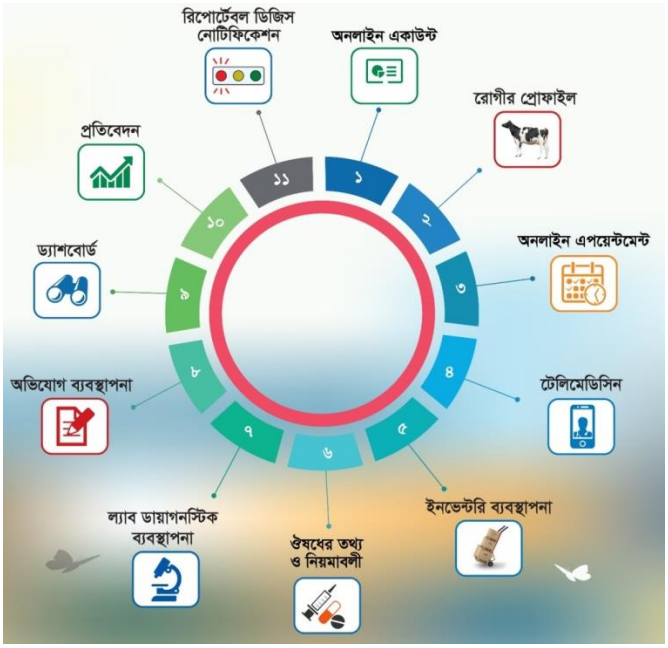

৫.২ TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (Time)	৩৭ দিন	১৬ দিন
খরচ (Cost)	রেজিষ্ট্রেশন **ফি** + ৬০০/-	**ফি** + ২০০/-
ভিজিট (Visit)	**৩ বার**	**১ বার**
ধাপ (Steps)	১৩	১০
জনবল (HR)	৯ জন	৯ জন
সেবা প্রাপ্তির স্থান (Access Point)	**উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার অফিস**	**উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার অফিস ,** ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার

৫.৩ বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যালোচনা:

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (Time)	৩৭ দিন বিদ্যমান পদ্ধতিতে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন দাখিল থেকে সনদ গ্রহণ পর্যন্ত ৫০ দিন সময় ব্যয় হয়। রেজিষ্ট্রেশনের ফর্ম পূরণের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়।	১৬ দিন প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে রেজিষ্ট্রেশনের ফর্ম পূরণের জন্য ইউডিসি ব্যবহার করায় এবং ফর্ম ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করায় রেজিষ্ট্রেশন প্রদান সহজতর হবে
খরচ (Cost)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে রেজিষ্ট্রেশন ফি বাদে একজন খামারিকে গড়ে ৬০০ টাকা খরচ হয়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে রেজিষ্ট্রেশন ফি বাদে একজন খামারিকে গড়ে ২০০ টাকা খরচ হবে।
ভিজিট (Visit)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে একজন খামারিকে অন্তত ৩ বার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে যেতে হয়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে একজন খামারিকে অন্তত ১ বার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে যেতে হবে।
ধাপ (Steps)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে ১৩ টি ধাপে কার্যাদি সম্পন্ন হয়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ইউডিসি অফিসে আবেদন দাখিলের ব্যবস্থা রাখায় ৩ টি ধাপ হ্রাস পেয়েছে।
জনবল (HR)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে ৯ জন জনবল নিয়োজিত থাকতে হয়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ৯ জন জনবল নিয়োজিত থাকতে হবে।
সেবা প্রাপ্তির স্থান (Access Point)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে সেবা গ্রহণ করা যায়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ।

৫.৪ প্রস্তাবিত পদ্ধতির সুফল:

প্রস্তাবিত পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে তা একাধিক সুফল বয়ে আনতে পারে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে শুধুমাত্র উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে সেবা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অপরপক্ষে, প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে আবেদনপত্র ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার/ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে গ্রহণ ও দাখিলের সুযোগ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি করা গেলে দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত খামারিরা উপজেলা সদরে না এসে নির্ধারিত আবেদনপত্র গ্রহণ এবং দাখিল করতে পারেন। এতে তাদের সময় এবং খরচ হ্রাস পাবে, বেশী সংখ্যক খামারি রেজিষ্ট্রেশন আগ্রহী হবে। অপর পক্ষে, একাধিক স্থান থেকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের সরকারি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সহজতর হবে।

প্রস্তাবিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে নিম্নবর্ণিত সুফল বয়ে আনতে পারে :

- ❖ খামারিরা রেজিস্ট্রেশন-এ উদ্বুদ্ধ হবে
- ❖ খামার রেজিস্ট্রেশন-এর মাধ্যমে সরকারি সুবিধাদি- যেমন সরকারি ঋণ , ক্ষতিপূরণ অর্থ সহজে পাবে
- ❖ রেজিস্ট্রেশনকৃত খামার প্রানিসম্পদ দপ্তর হতে প্রাপ্ত সুবিধাদি বিশেষ করে চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা সহজে প্রাপ্ত হবে
- ❖ ডাটাবেজের মাধ্যমে উপজেলার খামারের সঠিক তালিকা সংরক্ষিত হবে
- ❖ খামারিদের প্রানিসম্পদ দপ্তর হতে সেবা প্রদান বিশেষ করে চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা সহজতর হবে
- ❖ জাতীয় পরিকল্পনায় প্রানিসম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখবে

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০১

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম: দুগ্ধ খামারে প্রজনন ব্যবস্থাপনায় বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন উদ্ভাবন

২। বিদ্যমান সমস্যা :

খামারী গাভীর হিটে আসার, প্রজনন করার, প্রেগনেন্সী ডায়াগনোসিস ও বাচ্চা প্রদানের সঠিক সময় নির্ধারন করতে পারেনা। ফলে নির্ধারিত সময়ে প্রজনন করতে না পারার কারনে বছরে একটি গাভী থেকে একটি বাচ্চা পাওয়ার কাঙ্কিত লক্ষ অর্জন করা সম্ভব হয়না যা খামারের কম বাচ্চা উৎপাদন ও খামারীর আর্থিক লোকসানের কারন, এবং তা খামারী ও উদ্যোক্তাদরে খামার করতে নিরুৎসাহিত করে ।

৩। সমস্যার সমাধান ও বর্ণনা:

- ✓ একটা মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হবে যা ব্যবহার করে খামারী খামারে না যেয়েও খামারের সঠিক প্রজনন ব্যবস্থাপনা করতে পারবে
- ✓ স্বয়ংক্রিয় এর্লাম এর মাধ্যমে গাভীর গরম হওয়া, প্রেগনেন্সি ডায়াগনোসিস ও বাচ্চা প্রদানের সম্ভাব্য তারিখ সর্ম্পকে পূর্ব অবহিত হতে পারবে
- ✓ খামারের প্রজনন সর্ম্পাকত সকল তথ্য সংরক্ষণ ও তার সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে খামারের কাঙ্খিত জাত উন্নয়ন সম্ভব হবে
- ✓ দুগ্ধ খামারে মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন ভিত্তিক ব্রিডিং ম্যানেজার ব্যবহার করে সঠিক প্রজনন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব

একটি ডেইরী খামারে উৎপাদন অবস্থা অনুযায়ী প্রানীর বিণ্যাস

প্রানীর ধরন	প্রানীর সংখ্যা	ট্যাগ নং
গর্ভবতী নয় এমন দুগ্ধবতী গাভী	৩	১,২,৩
দুগ্ধবতী গাভী	২	৪,৫
গর্ভবতী শুষ্ক গাভী	১	৬
গর্ভবতী নয় এমন শুষ্ক গাভী	-	-
গর্ভবতী বকনা	১	৭
গর্ভবতী নয় এমন বকনা	১	৮
বাড়ন্ত প্রানী	২	৯,১০
বাচ্চা	৫	১১,১২,১৩,১৪,১৫
ষাড়	১	১৬

বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন অনুয়ায়ী প্রজনন ব্যবস্থাপনা

ইভেন্টস	**জুন ২০১৯**							
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাচ্চা প্রদান				৬ নং গাভী		৭ নং গাভী		
বাচ্চা প্রদানের পর পুনরায় হিট চেক আপ (৬০ দিন পর)		২ নং গাভী						
বাচ্চা প্রদানের পর প্রজনন (৮০-৮৫ দিন পর)			১ নং গাভী					

প্রজননের ২১ দিন পর পুনরায় হিট চেক আপ								৩ নং গাভী **x**
প্রেগনেন্সী ডায়াগনোসিস (প্রজননের ৬০ দিন পর)	৫ নং গাভী							
ড্রহি অফ (বাচ্চা প্রদানের ৬০ দিন পূর্বে)		৪ নং গাভী						
প্রথম হিটে আসার তারিখ			৮ নং বকনা					

৪. সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ):

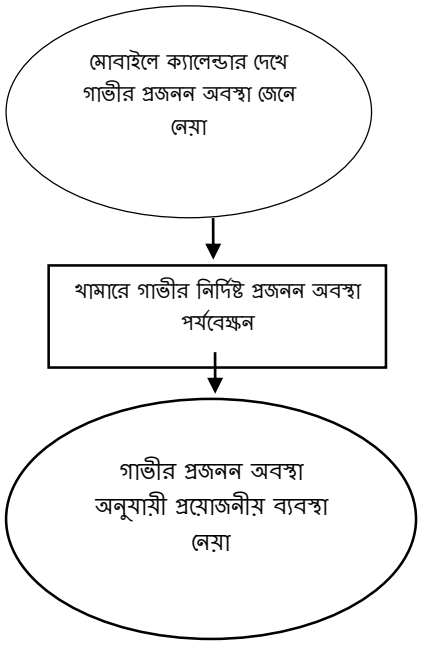

৫। প্রত্যাশিত ফলাফল

- ✓ খামারের বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধি
- ✓ খামারের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি
- ✓ খামারীর আর্থিক লাভ

৬। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা:

মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনটি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক এ্যাপ্লিকেশনটি তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। এ্যাপ্লিকেশনটি তেরীর পর এটি বাংলাদেশ প্রানিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের খামারে প্রাথমিক পাইলটিং করা হবে।

৭। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনা? হ্যা (১৪/ ০৫/২০১৯ তারিখে শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে)

৮। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল ও ই মেইল:

মো: ফয়জুল হোসাইন মিরাজ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বায়োটেকনোলজি বিভাগ বিএলআরআই মোবাইল: ০১৯২৬৫৩৩৬৪২ ই-মেইল: miraz.blri@gmail.com	মো: আহসানুল কবির বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বায়োটেকনোলজি বিভাগ বিএলআরআই মোবাইল: ০১৬১৭৮৫৩০৫৬ ই-মেইল: rupom353@gmail.com

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০২

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ ব্যবস্থাপনায় BLRI FeedMaster মোবাইল এপ্লিকেশন প্রবর্তন লাভজনক খামার

২। সমস্যাঃ সঠিক পরিকল্পনা, খাদ্য ও খামার ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের অভাবে খামারের উৎপাদন অবস্থা অনুযায়ী খাদ্য চাহিদা নিরূপণ ও সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করতে না পারায় দুধ ও মাংসের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার ঘটে। ফলে খামারীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা খামারী ও উদ্যোক্তাদের খামার করতে নিরুৎসাহিত করে ।

৩। সমাধানঃ একটি অফলাইন মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে যা বয়স, লিঙ্গ এবং উৎপাদন অবস্থার উপর ভিত্তি করে বুকের মাপ ও দৈর্ঘ্যে অথবা ওজন প্রদান সাপেক্ষে অতি অল্প সময়ে ন্যসনাল রিসার্চ কাউন্সিল (এন আর সি) এর ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে স্বল্প খরচে গরুর জন্য সুষম রেশণ তৈরি করতে পারে। এতে খামারিরা ঘরেবসেই সহযে বাজারে প্রাপ্ত মিক্সফিডের তুলনায় কম খরচে সুষম রেশণ তৈরি করতে পারে।সেইসাথে প্রাণির দৈনদিন প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের পরিমান নির্ধারণের পাশাপাশি খামারীদেরকে মাসিক এবং বাৎসরিক ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা প্রনয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এই এ্যাপ্লিকেশটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাসস্থান নির্মাণ এর জন্য জায়গা নির্বাচন এবং বাসস্থান তৈরির মডেল সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে এবং ওজন স্কেল ছাড়া ওজন নির্নয় করতে পারে। খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে খামারে রোগ প্রবেশের পূর্বে স্বয়ংক্রিয় এলার্ম এবং ক্ষুদ্র বার্তার মাধ্যমে টিকা ও কৃমিনাশক প্রদানের জন্য এ্যাপ্লিকেশনটি খামারীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এছাড়া এপ্লিকেশনটি বিএলআরআই কতৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি ও প্রাণী পালনের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা সম্পর্কিত তথ্য ই- বুক আকারে খামারীদের কাছে পৌছাতে পারে । এ্যাপ্লিকেশনটি বিএলআরআই এ কর্মরত বিজ্ঞানীদের মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর সহজেই খামারীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে খামারী ও বিজ্ঞানীদের মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করতে সক্ষম।

৪। বর্ননা (ছবিসহ)

রেশণঃ

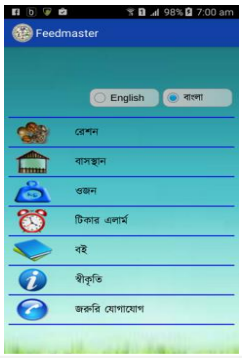

রেশন অপশনটি নির্বাচন

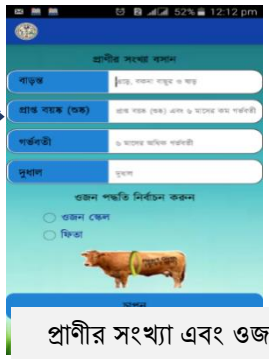

প্রাণীর সংখ্যা এবং ওজন পদ্ধতি নির্বাচন

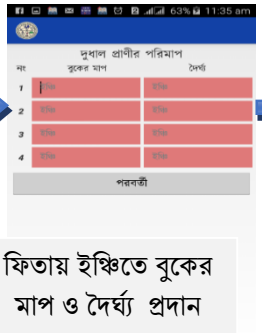

ফিতায় ইঞ্চিতে বুকের মাপ ও দৈর্ঘ্য প্রদান

প্রাণীর গড় দুধ উৎপাদনের তথ্য প্রদান

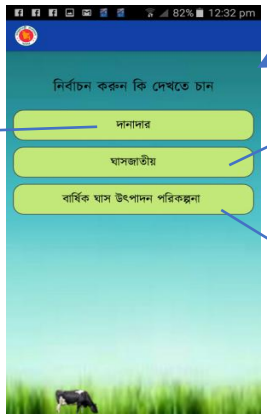

যে অপশনটি দেখতে চান তা নির্বাচন

দানাদার খাদ্য নির্বাচন করলে একদিনে দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ সর্ম্পকিত তথ্য দেখা যাবে। তবে সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ সম্পর্কিত তথ্য অ্যাপলিকেশন থেকে জানা যাবে

ঘাস জাতীয় খাদ্য নির্বাচন করলে প্রতিদিন ঘাস সরবরাহের পরিমাণ জানা যাবে

বার্ষিক ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা নির্বাচন করলে পরিকল্পনা অনুসারে জমির বিন্যাস এবং উক্ত জমিতে ঘাস উৎপাদনের তথ্য পাওয়া যাবে

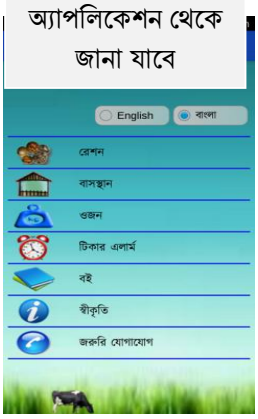

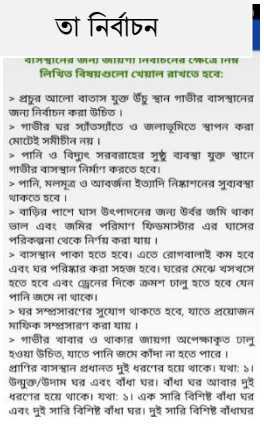

বাসস্থান সম্পর্কিত তথ্য স্লাইডিং এর মাধ্যমে দেখা যাবে

বাসস্থান অপশনটি

ওজনঃ

চিত্র অনুসারে বুকের মাপ ও দৈর্ঘ ইঞ্চিতে শূণ্যস্থানে লিখে চাপুন চাপলে প্রাণীর ওজন জানা যাবে

ওজন অপশনটি

টিকার এর্লামঃ

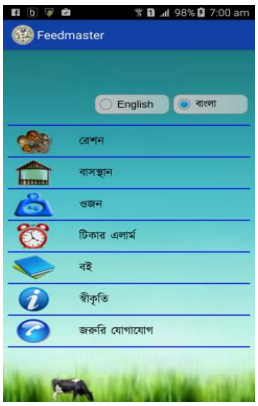

সঠিকভাবে ভ্যাকসিন প্রয়োগের জন্য ম্যানুয়ালী ভ্যাকসিনেশন সিডিউল এবং ভ্যাকসিন প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কিত দিক নির্দেশনা স্লাডিংয়ের মাধ্যমে দেখা যাবে

টিকার এর্লাম অপশনটি নির্বাচন

অপশনটি নির্বাচনের পর চালু নির্বাচনের মাধ্যমে সয়ংক্রিয় ভাবে এলার্মটি চালু হবে

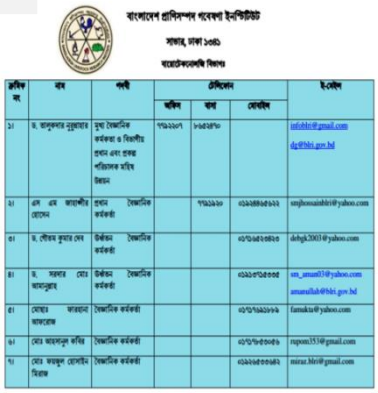

জরুরী যোগাযোগ অপশনটি নির্বাচন

সমস্যার বিষয় ভিত্তিক বিভাগ নির্বাচন

ইন্টারনেট সংযোগ সাপেক্ষে বিজ্ঞানীদের তথ্য পাওয়া যাবে

বইঃ

বই অপশনটি নির্বাচন

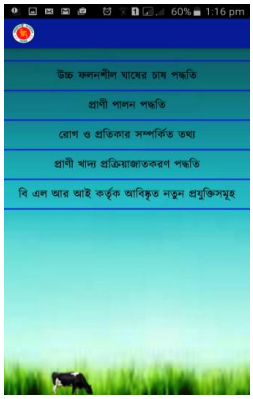

বিষয়ভিত্তিক তথ্যের জন্য বিষয় নির্বাচন

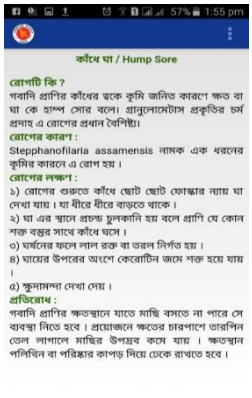

তথ্যপ্রাপ্তি

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

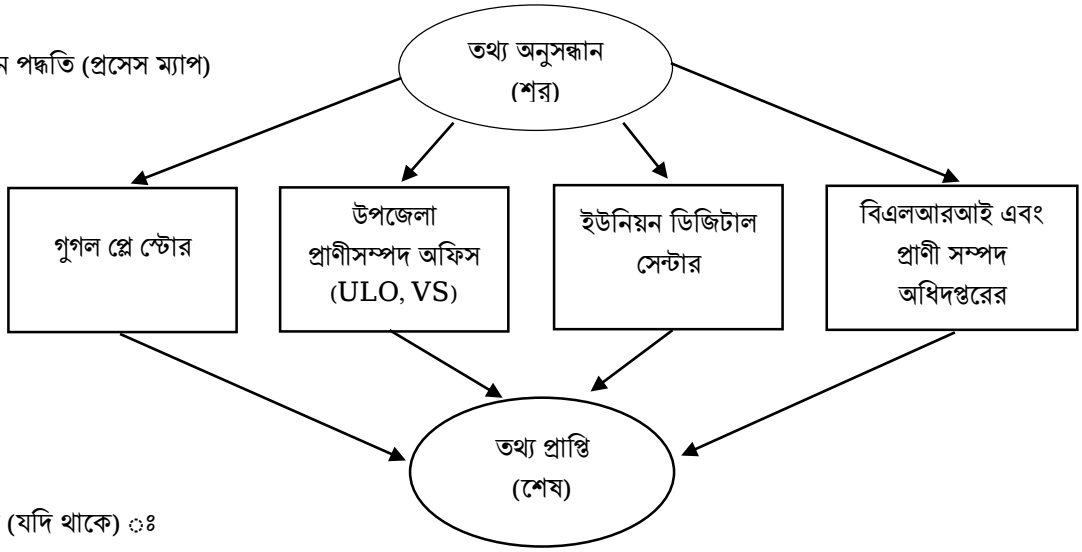

৬। টিসিবি (যদি থাকে) ঃ

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩ – ২৪ ঘন্টা	৫০-৭০০/=	২-৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১-৩ ঘন্টা	২০-১০০/=	নাই
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২-২১ ঘন্টা	৩০-৬০০/=	২-৪ বার

* এপ্লিকেশনটির ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কর্মরত ২০ জন বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা গণকে প্রশিক্ষন প্রদানের পর এপ্লিকেশনের সক্ষমতা যাচাই এর সময় বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা গণকে টিসিবি সম্পর্কিত অভিমতের ভিত্তিতে।

এপ্লিকেশণ কর্তৃক তৈরিকৃত প্রতি কেজি দানাদার রেশনের মূল্য ২২-২৮ টাকা যা বাজারে প্রাপ্ত সমপুষ্টি সম্পন্ন ক্যাটল ফিডের তুলনায় সাস্রয়ী

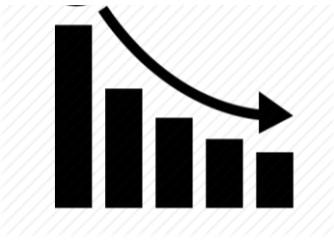

মাঠ পর্যায়ে পরিমাণ মত খাদ্য সরবরাহের ফলে খামারিদের ৩৩% খাদ্য সরবরাহ এবং ১৬ % খাদ্য খরচহ্রাস পেয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত খামারিদের দুধ উৎপাদন ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত খামারিদের মোটাতাজা করণে ক্ষত্রে ওজন ৮০০-১৪০০ গ্রাম/ দিন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল

দেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এবং সরকারের শ্বেতবিপ্লব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই এ্প্লিকেশনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে। এটি একটি ডিজিটাল পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম যা খামারী এবং সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের গবাদি প্রাণী পালনে বিভিন্ন উদ্ভুদ সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদিপ্রাণী পালণ খামারীদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিবে ।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ

প্রথমিকভাবে সাভারে খামারে সক্ষমতা যাচাই করে এপ্লিকেশনটি ২৮/০৩/২০১৮ স্বালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইনোভেসন শোকেসিং ওয়ার্কসপে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয় এর উপস্থিতিতে মন্ত্রনালয়ে হস্তান্তর করা হয়। এরপর এপ্লিকেশনটি Goggle Play Store এ Upload করা হয় । প্লেস্টোর থেকে ১০০০০+ (দশহাজার এর অধিক) ডাউনলোড হয়েছে এবং ডাউনলোড কারীদের মূল্যাযনে এ্যাপ্লিকেশটি বর্তমানে ৫ এর স্কেলে ৪.৮পেয়েছে। অতপর এ্প্লিকেশনটি পুনরায় ১৪/০৫/২০১৯ তারিখে শোকেসিং এ প্রদর্শন করা হয়েছে।

৯। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল

উদ্ভাবকের নাম	ঠিকানা	মোবাইলে ও ইমেইল
মোঃ আহসানুল কবির	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বায়োটেকনোলজি বিভাগ বিএলআরআই, সাভার , ঢাকা	০১৭১৭৮৫৩০৫৬ rupom353@gmail.com
মোঃ ফয়জুল হোসাইন মিরাজ	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বায়োটেকনোলজি বিভাগ বিএলআরআই, সাভার , ঢাকা	০১৯২৬৫৩৩৬৪২ miraz.blri@gmail.com

১০। ভিডিও (যদি থাকে)

১. https://www.youtube.com/watch?v=H6lr_HAfSaY&t=19s
২. https://www.youtube.com/watch?v=VVBF50j9674
৩. https://www.youtube.com/watch?v=p375GgBUX-A&t=52s
৪. https://www.youtube.com/watch?v=Za8yKKf6BBg&t=30s

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৩

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ খামার বানিজ্যের A to Z

২। সমস্যাঃ গবাদি প্রাণীর খামার স্থাপন বর্তমানে একটি সমাদৃত বানিজ্য। কিন্তু গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, গাভী পালন, ছাগল বা মুরগি পালনের জন্য পরিপূর্ণ দিক নির্দেশণা একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে খামারীরা সহজলভ্য উপায়ে পায় না। নিজস্ব খামার স্থাপনের তাগিদ থেকে খামারীরা বিষয়ভিত্তিক অজ্ঞতা বা ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়েই খামার স্থাপন করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ খামারীই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

৩। সমাধানঃ এই সমস্যার সমাধান কল্পে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক এন্ড্রয়েড অ্যাপস (খামার গুরু) তৈরি করা হবে যেখানে গরু ও মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ, ছাগল, মুরগি ও গাভী পালনের জন্য বিদ্যমান সকল প্রযুক্তির সমন্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসার জন্য নির্দিষ্ট ও পরিপূর্ণ দিক নির্দেশণা থাকবে। প্রতিটি প্যাকেজে বিষয়ভিত্তিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক হিসেবের জন্য আলাদা আলাদা ক্যালকুলেটর সংযোজন করা হবে এবং একই সাথে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চিত্র ও ভিডিও সহকারে উপস্থাপিত হবে।

৪। বর্ননা (ছবিসহ):

ক) গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্যাকেজে ঢুকলে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সকল নির্দেশণা ক্রমানুসারে পাওয়া যাবে। কাঙ্খিত অপশনে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যাবতীয় তথ্যাবলীর সচিত্র বর্ণণা পাওয়া যাবে। এখানে জাত ও বয়স নির্বাচন, ওজন ও খাদ্যের পরিমাণ নির্ণায়ক ক্যালকুলেটর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা, বিক্রি, আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। পরিমাণ নির্ণায়ক ক্যালকুলেটরে গরুর ওজন, সরবরাহকৃত ঘাসের নাম ও দানাদারের হার নির্বাচন করে দিলেই অ্যাপস থেকে উক্ত গরুর জন্য প্রয়োজনীয় ঘাস ও দানাদারের পরিমান পাওয়া যাবে। এছাড়াও খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন সহজ পদ্ধতির বর্ণণা পাওয়া যাবে।

খ) টেকসই ও লাভজনক ছাগলের খামার স্থাপনের সম্পুর্ণ দিক নির্দেশণা এই অ্যাপসে বিশদাকারে ছবিসহ বর্ণণা করা হয়েছে। অ্যাপসটিতে ছাগলের

ওজন নির্ণায়ক ও তদানুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারক হিসাবযন্ত্র সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া টিকা ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান নির্মাণ, বয়সভিত্তিক পরিচর্যা, খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালী ইত্যাদি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছ। এই প্যাকেজ অনুযায়ী ৪-১২ মাস পর্যন্ত সঠিক পরিমানে খাবার সরবরাহ ও পরিচর্যা করলে ১২ মাস পরেই ১৮-২২ কেজি ওজনের বিক্রয় উপযোগী একটি খাসী পাওয়া যাবে।

গ) মুরগির প্যাকেজের নির্মাণ কাজ চলছে।

গ) মহিষের প্যাকেজের নির্মাণ কাজ চলছে।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

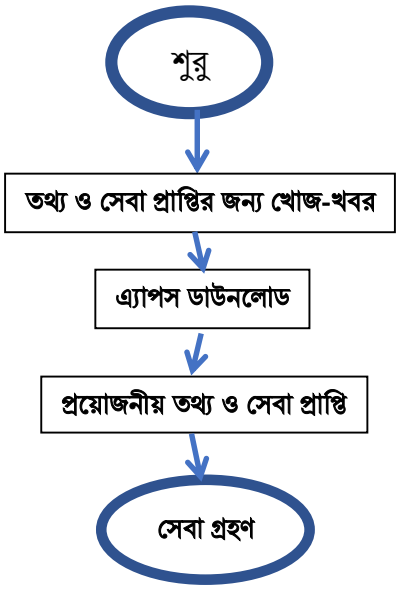

৬। টিসিবি (যদি থাকে)

পরিমিতি	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	২ - ৬ মাস	২-১০ হাজার টাকা	২-৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৫ মিনিট	১-২ টাকা	নাই
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২ - ৬ মাস	২-১০ হাজার টাকা	---

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল

- খামারী ও উদ্যোক্তাদের ভোগান্তি শুণ্যের কোঠায় নেমে আসবে
- খামারীদের সময় সাশ্রয় হবে
- খামারীদের অর্থ সাশ্রয় হবে
- গুণগতমানের আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে
- পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে
- নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে ও আয় বৃদ্ধি পাবে
- দেশীয় প্রজাতি ও সম্পদ রক্ষা পাবে

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা

- অ্যাপস নির্মাণের ৭০ % কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- দ্রুততর সময়ের মধ্যে পাইলোটিং এর কাজ শুরু হবে।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনাঃ

- গত ১৪/০৫/২০১৯ খ্রীঃ তারিখ প্রকল্পটি শোকেসিং-এ প্রদর্শিত হয়েছে

৯। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল

নাম: নাজমুল হুদা

স্থায়ী ঠিকানা: ওয়ার্ড নংঃ ০৮, হোল্ডিংঃ ৯৪, উত্তর আলীপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর-৭৮০০

বর্তমান ঠিকানাঃ অফিসার্স কোয়ার্টার, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা-১৩৪১

মোবাইলঃ ০১৭১২৬৪৫০০৯

ইমেইলঃ hudanazmul71@blri.gov.bd

hudanazmul1971@gmail.com

১০। ভিডিও (যদি থাকে)

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০১

ইনোভেশন আইডিয়ার নাম- বিডি ভেট ফাইন্ডার

শিরোনাম- বিদ্যমান সমস্যা:

ঢাকা কেন্দ্রিক ভেটেরিনারি কাউন্সিল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য, ব্যয় বহুল ও সময় সাপেক্ষ। ফলশ্রুতিতে খামারিসহ অন্যান্য সুফলভোগীরা প্রকৃত প্রাণি চিকিৎসক দ্বারা ভেটেরিনারি সেবা নিচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত নন। পরিণতিতে প্রাণির প্রতি ক্লেশ ও হাতুড়ে ডাক্তার কর্তৃক অচিকিৎসায় প্রাণির মৃত্যুসহ খামারিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও প্রতারিত হচ্ছেন।

শিরোনাম-বিদ্যমান সেবা প্রদান পদ্ধতি:

সঠিক প্রাণি চিকিৎসক সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঢাকায় এসে সরাসরি যোগাযোগ করা অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা।

শিরোনাম- সমাধান প্রক্রিয়া (প্রসেস ম্যাপা):

১। ডাক্তারদের আইডি কার্ডে QR Code ব্যবহার।

২। ডাক্তারদের তথ্য এপ্স এর মাধ্যমে প্রদর্শন।

শিরোনাম- উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব:

১। মোবাইলের মাধ্যমে সরাসরি নিবন্ধিত প্রাণি চিকিৎসক চিহ্নিত করা।

২। ঘরে বসে সেবা পাওয়া।

৩। ভূয়া চিকিৎসক সনাক্ত করা।

শিরোনাম- প্রত্যাশিত ফলাফল:

	সময়	খরচ	যাতায়ত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১২ থেকে ৪৮ ঘন্টা	৫০০/- থেকে ৫০০০/-	১ থেকে ২ দিন
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ মিনিট	২/-	০
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৪৭ ঘন্টা ৫৮ মিনিট	৪৯৮/- থেকে ৪,৯৯৮/-	২ দিন

শিরোনাম- রিসোর্স ম্যাপ:

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে
খাত	বিবরণ	অর্থ	
জনবল	৩ জন	১.৫ লক্ষ	কাউন্সিলের বাজেট বরাদ্দ থেকে
বস্তুগত	কম্পিউটার, স্ক্যানার	--	অফিসে বিদ্যমান
অন্যান্য	আইডি কার্ডে QR Code ব্যবহার	৩০ হাজার	কাউন্সিলের বাজেট বরাদ্দ থেকে

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

ইনোভেশন আইডিয়ার নাম **বিডি ভেট ফাইন্ডার** (মোবাইল এপ্স)

বিদ্যমান সমস্যা

ঢাকা কেন্দ্রিক ভেটেরিনারি কাউন্সিল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য, ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ। ফলশ্রুতিতে খামারীসহ অন্যান্য সুফল ভোগীরা প্রকৃত প্রাণি চিকিৎসক দ্বারা ভেটেরিনারি সেবা নিচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত নন। পরিণতিতে প্রানীর প্রতি ক্লেশ ও হাতুড়ে ডাক্তার কর্তৃক অপচিকিৎসায় প্রানীর মৃত্যুসহ খামারীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও প্রতারিত হচ্ছেন।

বিদ্যমান সেবা প্রদান পদ্ধতি

সঠিক প্রাণি চিকিৎসক সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঢাকায় এসে সরাসরি যোগাযোগ করা অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা।

সমাধান প্রক্রিয়া (প্রসেস ম্যাপ)ঃ

ডাক্তারদের আইডি কার্ডে QR Code ব্যবহার

↓

ডাক্তারদের তথ্য এপ্স এর মাধ্যমে প্রদর্শন।

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব

- মোবাইলের মাধ্যমে সরাসরি নিবন্ধিত প্রাণি চিকিৎসক চিহ্নিত করা।
- ঘরে বসে সেবা পাওয়া।
- ভূয়া চিকিৎসক সনাক্ত করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১২ থেকে ৪৮ ঘন্টা	৫০৩ থেকে ৫০০০/-	১ থেকে ২ দিন
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ মিনিট	২/-	০
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৪৭ ঘন্টা ৫৮ মিনিট	৪৯৮ থেকে ৪,৯৯৮/-	২ দিন

রিসোর্স ম্যাপ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে
খাত	বিবরণ	অর্থ	
জনবল	৩ জন	১.৫ লক্ষ	কাউন্সিলের বাজেট বরাদ্দ থেকে
বস্তুগত	কম্পিউটার, স্ক্যানার	--	অফিসে বিদ্যমান
অন্যান্য	আইডি কার্ডে QR Code ব্যবহার	৩০ হাজার	কাউন্সিলের বাজেট বরাদ্দ থেকে

-ঃ ইনোভেটর ঃ-

ডা: মোঃ ইমরান হোসেন খান, রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল।

মোবাইল: ০১৭১১১০১৪০৪, ফোন: ৭৩৪৩২৬০ , ই-মেইল: registrar@bvc.gov.bd

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০১

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম : বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নে সফটওয়্যার (MS Excel) এর ব্যবহার।

২। সমস্যা : বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্ভুল হিসাব-নিকাশ অতীব জরুরী। MS Word Programme ব্যবহার করে বাজেট প্রণয়ন করলে অনেক ভুলভ্রান্তি থেকে যায়। এতে করে অত্র প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কর্পোরেশনের বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নে সংখ্যাগত ভুলভ্রান্তি এবং সময়ের অপচয় হয়।

৩। সমাধান : বাজেট প্রণয়নের ভুলভ্রান্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে MS Excel এ বাজেট প্রণয়ন শুরু করা হয়েছে। ফলে সীমিত সময়ে ত্রুটিমুক্ত বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সময়, শ্রম ও ভোগান্তি/ভুলভ্রান্তি হয় তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে MS Excel-এ বাজেট প্রণয়নের এ উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা।

৪। বর্ণনা (ছবিসহ) :

সনাতন পদ্ধতি	বর্তমান পদ্ধতি
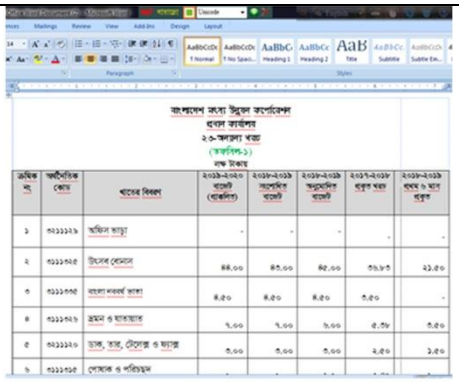	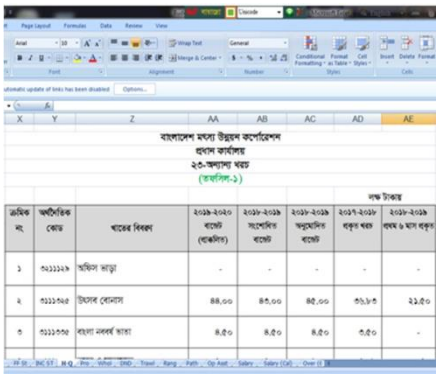
➢ বর্তমানে MS Word এ Table তৈরি করে বাজেট প্রণয়ন করা হয়। সাংখ্যিক যোগ-বিয়োগ Manually করা হয় বিধায় প্রচুর ভুলভ্রান্তি হয়। ➢ বারবার খসড়া তৈরির ফলে সময়ের অপচয় হয়। ➢ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে একাধিক তথ্য ছকের Linkup করা জরুরী। কিন্তু MS Word এ এটি করা সম্ভব হয় না।	➢ একাধিক Spread Sheet Table এর সাথে Link Up করে বাজেট প্রণয়ন করা সহজ হবে। ➢ সময় ও শ্রম উভয়ের সাশ্রয় হবে। ➢ Excel এর Spread sheet এ Input Data পরিবর্তনের সাথে সাথে এর সংশ্লিষ্ট সকল Data স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন হয়। ➢ আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন সহজতর হয়।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ) :

সমাধান প্রক্রিয়া (প্রসেস ম্যাপ)

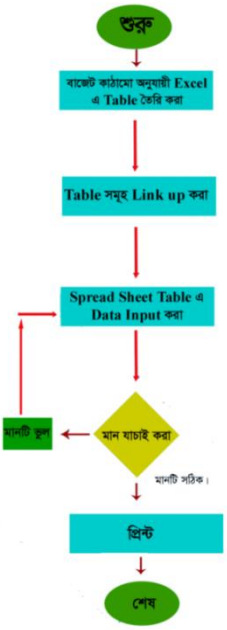

৬। টিসিবি (যদি থাকে) :

বিষয়	সময়
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	০২ মাস (৬০ দিন)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২০ দিন
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	সময় ও শ্রম উভয়ই সাশ্রয়

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল : MS Excel এ বাজেট প্রণয়নের ফলে ভুলভ্রান্তি এবং সময়ের অপচয় হ্রাস পায়।

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা : কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বহিঃস্থ ইউনিটে আইডিয়া বাস্তবায়নের কাজ চলমান।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনা : গত ১৪ মে, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার, বিজয়সরণি, তেজগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত এইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় প্রদর্শিত হয়েছে।

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, : রওশনুল হক, অর্থ নিয়ন্ত্রক, বামউক, ঢাকা,

মোবাইল ও ই-মেইল নাম্বার ০১৭২৩-২১৫৯৩৮, rimondubba@gmail.com.

১১। ভিডিও (যদি থাকে) : প্রযোজ্য নয়।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০২

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম : অনলাইনে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় কার্যক্রমের সেবা সহজীকরণ।

২। সমস্যা : কর্মব্যস্ত জীবনে বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয়ের বিড়ম্বনা, সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটে থাকে।

৩। সমাধান : বর্তমানে কর্মব্যস্ত জনগোষ্ঠি বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয় করতে যে পরিমাণ সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করেন তা থেকে পরিত্রাণ প্রদানের লক্ষ্যে অর্থাৎ ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে ফরমালিনমুক্ত তাজা মাছ ক্রয়ের সেবা পাওয়ার জন্য এ উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা।

৪। বর্ণনা (ছবিসহ) :

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান।
- ঘরে বসে মৎস্য প্রাপ্তির সুবিধা।
- সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেবা ব্যবস্থাপনার ফলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অর্ডার করা সম্ভব।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ) :

সমাধান প্রক্রিয়া (প্রসেস ম্যাপ)

৬। টিসিবি (যদি থাকে) :

বিষয়	সময়
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	বাজারে গিয়ে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে মাছ ক্রয় করে বাসায় পৌঁছাতে ১-১.৩০ ঘণ্টা সময় লাগত।
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	ঘরে বসে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে পছন্দসই মাছের অর্ডার দেয়া যায়।
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	সময় ও শ্রমের সাশ্রয়

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল : ভোক্তাগণ ঘরে বসেই অন-লাইনের মাধ্যমে ফরমালিনমুক্ত তাজা মাছ ক্রয়ের সুবিধা পেয়ে থাকে।

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা : বাস্তবায়িত।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনা : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর আর্ট গ্যালারীতে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় প্রদর্শিত হয়েছে।

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল ও ই-মেইল নাম্বার : মোঃ আব্দুল হালিম সরকার, প্রাক্তন ব্যবস্থাপক, বিপণন বিভাগ, বামউক, ঢাকা, ০২-৯১৪০০২৬, bfdc_64@yahoo.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে) : প্রযোজ্য নয়।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৩

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম : রেডি টু কুক ফিশ সেবা সহজীকরণ।

২। সমস্যা : কর্মব্যস্ত জীবনে বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয়ের বিড়ম্বনা, সময় ও শ্রমের অপচয় হয়।

৩। সমাধান : বর্তমান অবস্থায় একজন ক্রেতা বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয় করতে যে পরিমাণ সময়, অর্থ ও ক্রয় পরবর্তী মাছ কাটা-ধোয়ার ঝামেলা ভোগ করে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে রেডি টু কুক ফিশ আইডিয়া।

৪। বর্ণনা (ছবিসহ) :

- মাছ কুটা অবস্থায় রান্নার উপযোগী করে বিক্রয় করা হয় বলে কর্মজীবী মহিলাদের মাছ কাটা-ধোয়ার ঝামেলা মুক্তকরণ।
- অতি সহজে খাবার প্রস্তুতকরণ।
- সহজপ্রাপ্য, সহজলভ্য, চমকপ্রদ, সুস্বাদু এবং সঠিক গুণগতমান।
- দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের সবিধা।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ) :

সমাধান প্রক্রিয়া (প্রসেস ম্যাপ)

৬। টিসিবি (যদি থাকে) :

বিষয়	সময়
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	ক্রয়কৃত মাছ রান্নার উপযোগী করার জন্য সময় এবং শ্রম ব্যয় হতো।
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	রেডি টু কুক ফিশ রান্নার উপযোগী অবস্থায় থাকে বিধায় এতে সময় ও শ্রম কম ব্যয় হয়।
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	কর্মব্যস্ত জীবনে সময় ও শ্রমের সাশ্রয়

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল : রেডি টু কুক ফিশ রান্নার উপযোগী অবস্থায় থাকে বিধায় এতে মাছ পরিস্কার ও রান্না করতে সময় ও শ্রম সাশ্রয় হয়।

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা : কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনা : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর আর্ট গ্যালারীতে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় প্রদর্শিত হয়েছে।

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, : মোঃ নূর আলম, ফিশ প্রসেসিং সহকারী, বিপণন বিভাগ, বামউক, ঢাকা।

মোবাইল ও ই-মেইল নাম্বার ০২-৯১৪০০২৬, bfdc_64@yahoo.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে) : প্রযোজ্য নয়।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৪

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম : কাপ্তাই লেকে মোবাইল মনিটরিং সেবা সহজীকরণ।

২। সমস্যা : (ক) কাপ্তাই লেকে বিদ্যমান মৎস্য অভয়াশ্রমে অবৈধ মাছ শিকার।

(খ) কাপ্তাই লেকে মাছ আহরণ বন্ধকালীন সময়ে মা মাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ অবৈধভাবে শিকার।

৩। সমাধান : কাপ্তাই লেকে মাছ আহরণ বন্ধকালীন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, মা মাছ ও মৎস্য অভয়াশ্রম (সারা বছর) এ অবৈধভাবে মাছ শিকার বন্ধকরণের নিমিত্ত এ আইডিয়া প্রদান করা হয়েছে।

৪। বর্ণনা (ছবিসহ) :

- স্বল্প সময়ে কাপ্তাই লেকের জলসীমায় নিরাপত্তা জোরদারকরণ।
- অবৈধ মাছ শিকার বন্ধে অনেকাংশে লাঘব হওয়া।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ) :

সমাধান প্রক্রিয়া (প্রসেস ম্যাপ)

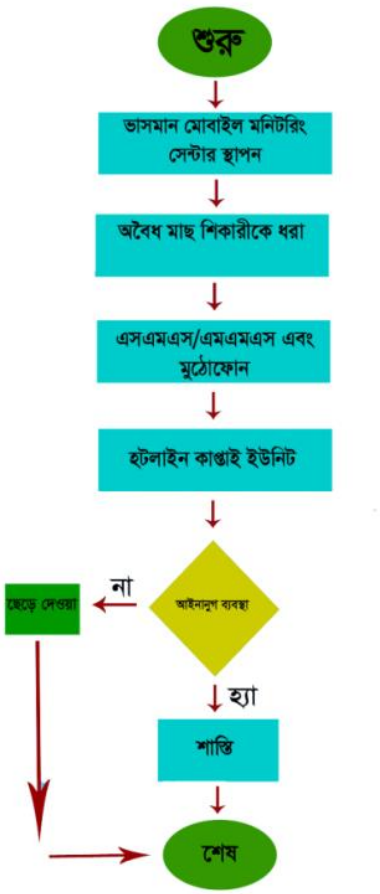

৬। টিসিবি (যদি থাকে) :

বিষয়	সময়
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	সঠিকভাবে মনিটরিং করা যেত না বিধায় জেলেরা অবৈধভাবে মৎস্য শিকার করতো।
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	অবৈধ মৎস্য শিকারের তথ্য পাওয়ার পর স্বল্প সময়ের মধ্যে কার্যকর অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব।
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও অবৈধ মাছ শিকার হ্রাস।

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল : মনিটরিং সেবা চালু করার ফলে অবৈধ মাছ শিকার এবং মা মাছসহ অভয়াশ্রমের মাছ শিকার হ্রাস পেয়েছে।

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা : বাস্তবায়িত।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনা : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর আর্ট গ্যালারীতে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় প্রদর্শিত হয়েছে।

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল ও ই-মেইল নাম্বার : মোঃ মাসুদুল আলম, ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়ন বিভাগ, বামউক, ঢাকা, ০১৭১৬-৩৭৯৪০৮, masudulngn@gmail.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে) : প্রযোজ্য নয়।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৫

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম : কাপ্তাই লেকে উৎপাদিত মাছ ডিজিটাল স্কেলে পরিমাপকরণ।

২। সমস্যা : অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত মাছের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করতে না পারা।

৩। সমাধান : বর্তমানে মৎস্যজীবী/ মৎস্য ব্যবসায়ীরা কাপ্তাই লেকে মাছ পরিমাপের সেবা পেতে গিয়ে যে পরিমাণ সময়, শ্রম ও ভোগান্তি/দুর্ভোগের শিকার হয় তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল স্কেলে সেবা উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা।

৪। বর্ণনা (ছবিসহ) :

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান।
- প্রজাতিভিত্তিক মাছের সঠিক ওজন পরিমাপকরণ।
- মাছ পরিমাপের জন্য সময় ও শ্রম সাশ্রয়।

৫। সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ) :

সমাধান প্রক্রিয়া (প্রসেস ম্যাপ)

৬। টিসিবি (যদি থাকে) :

বিষয়	সময়	আয়
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	টন প্রতি ৪৫ মিনিট-১ ঘণ্টা	১,০০,০০০ টাকা
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	টন প্রতি ৫ মিনিট-১০ মিনিট	১,০৫,০০০ টাকা ১,১০,০০০ টাকা
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	সময় ও শ্রম উভয়ই সাশ্রয়	টন প্রতি ৫০০০-১০০০০ টাকা বৃদ্ধি

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল : অবতরণকৃত মাছের পরিমাণ নির্ভুলভাবে এবং স্বল্পতম সময়ে পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

৮। বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা : বাস্তবায়িত।

৯। শোকেসিং-এ প্রদর্শন হয়েছে কিনা : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর আর্ট গ্যালারীতে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় প্রদর্শিত হয়েছে।

১০। উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, : মোঃ শামসুজ্জামান, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা বিভাগ, বামউক, ঢাকা

মোবাইল ও ই-মেইল ০১৮৪৪-১৩৯২৬৩, hero01762854606@gmail.com

১১। ভিডিও (যদি থাকে) : প্রযোজ্য নয়

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০১

১. উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম

রিয়েল মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন (ই-ইলিশ) এর মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য সহজীকরণ।

২. সমস্যাবলী

- ইলিশ মাছের জীবনচক্রের প্রায় সকল স্তরে অতি আহরণ হয়ে থাকে।
- নতুন প্রজন্মে প্রবেশন ব্যহত হচ্ছে এবং
- সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ অতি আহরণ হচ্ছে।

৩. সমাধান/গৃহীত কার্যক্রম

সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে রিয়েল টাইম মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন ই-ইলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইলিশ সম্পদের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখা ও উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কলা-কৌশল সম্পর্কে রিয়েল টাইম মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনের (ই-ইলিশ) মাধ্যমে জানতে পারবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্বুদ্ধকরণ মেসেজের মাধ্যমে জেলেরা সহজেই সচেতন হতে পারবেন।

৪. বর্ণনা

ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অতি সম্প্রতি যা জিআই পণ্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। এছাড়াও ইলিশ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল। এ লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্যাবলী সর্বসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো প্রয়োজন। ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম, উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা কৌশল, প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ, অভয়াশ্রমসমূহ, জাটকা ধরার মৌসুম, ইলিশ উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতাসহ ইনস্টিটিউট কর্তৃক গবেষনালব্ধ ফলাফলসমূহ এ অ্যাপসের মাধ্যমে জানা যাবে। ফলে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পেতে, সময় ও অর্থের সাশ্রয়ের নিমিত্তে এ রিয়েল টাইম মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন টি প্রবর্তন করা হয়েছে।

৫. সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

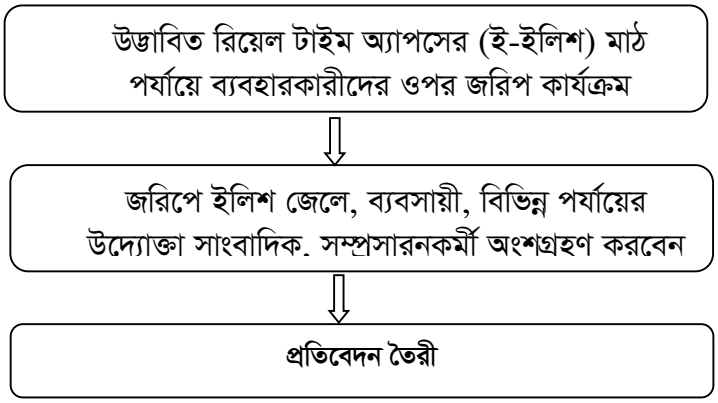

৬. প্রত্যাশিত ফলাফল

- ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম, উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনায় কৌশলসহ ইনস্টিটিউট কর্তৃক গবেষণালব্ধ ফলাফলসমূহ সহজেই জানা যাবে।
- সঠিক সময় সঠিক তথ্য জনা যাবে, সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে এবং ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৭. বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা

রিয়েল টাইম অ্যাপসটির পাইলটিং ও ডাটা ভেলিডেশনের কাজ চলমান রয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে উদ্যোগটি পাইলটিং ও ডাটা ভেলিডেশনের কার্যক্রম

৮. শোকেসিং-এ প্রদর্শন

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহাদয়ের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটারে গত ১৪ মে ২০১৯ সালে উদ্যোগটির ১ম শোকেসিং প্রদর্শিত হয়।

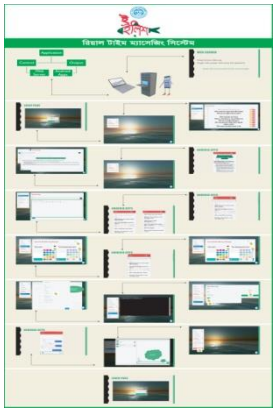

৯. উদ্ভাবকের নাম

মোঃ আবুল বাশার
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ই-মেইলঃmabashar.bfri@gmail.com

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০২

বিএফআরআই ইন কাপ্তাই লেক ইনফো (অ্যাপস)

১. উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মাছ চাষযোগ্য জলাশয়গুলোকে তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে কাপ্তাই লেকের মৎস্য জীব-বৈচিত্র্যরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল সহজীকরণ।

২. সমস্যাবলী

- দূর্গম পাহাড়ী এলাকার চাষীরা সঠিক সময়ে মাছ চাষের কারিগরি তথ্য না পেয়ে জীবিকার তাগিদে কাপ্তাই লেকে মাছ আহরণ করে।

- বরকল ও বিলাইছড়ি উপজেলায় মৎস্য অফিস না থাকায় চাষীরা অনেক দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলা মৎস্য অফিসে পরামর্শের জন্য যায়। ফলে সময় ও অর্থ ব্যয় হওয়ায় চাষীরা মাছ চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মৎস্যসম্পদের তথ্য সকল শ্রেণী-পেশার জনসাধারণকে জানানো।

৩. সমাধান/গৃহীত কার্যক্রম

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মাছ চাষযোগ্য আনেক পুকুর/ক্রীক রয়েছে। এই জলাশয়গুলোতে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের আওতায় আনতে পারলে লেকের উপর বাড়তি মাছ আহরন চাপ কমবে। ফলে লেকে মৎস্য জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা পাবে। পাহাড়ী এলাকায় মাছ চাষে অনেক সমস্য রয়েছে। এদের মধ্যে চাষীদে মাছ চাষ সম্পর্কে কারিগরী তথ্যের অভাব অন্যতম। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য না পাওয়া, সময় ও অর্থের অভাবে মৎস্য অফিসে এসে চাষীদের পরামর্শ ও সেবা গ্রহণ না করা, মাছ চাষের উপকরণ বিশেষ করে মাছের পোনা ও খাদ্যের অপ্রতুলতা ইত্যাদি সমস্যগুলো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চাষীদের এই সমস্যগুলোর সামাধানসহ রাঙ্গামাটি জেলার মৎস্যসম্পদ সবার কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে বিএফআরআই ইন কাপ্তাই লেক ইনফো অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপস তৈরী করা হয়েছে।

৪. বর্ণনা (ছবিসহ)

৪.১ অ্যাপসটি তৈরীর লক্ষ্য

তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যন্ত দূর্গম পাহাড়ী এলাকার মাছ চাষী, জেলে, নার্সারার, হ্যাচারী মালিক, উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে রাঙ্গামাটি জেলার মৎস্যসম্পদ ও মাছ চাষ সম্পর্কীত তথ্য সহজেই পৌঁছে দেয়া।

৪.২ অ্যাপস্টির বৈশিষ্ট

- যে কোন অ্যান্ডোয়েড মোবাইল চালানো যাবে।
- User Friendly হাওয়ায় সবধরনের লোকজন অ্যাপস্টি অপারেট করতে পারবে।

- অ্যাপ টি তে মেনু, সাব-মেনু এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যেমন সহজেই মেনু খোলা ও বন্ধ করা যায়। এক্ষেত্রে কোন ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয় না।
- কালার কমবিনেশন, গ্রাফিক্স-ডিজাইন গুলো উচ্চ রেজুলেশন সম্পন্ন হয়ায় অক্ষরগুলো সহজেই পড়া যায় এবং ছবি গুলো খুব সুন্দর দেখা যায়।

৪.৩ অ্যাপস্টির মেনু পরিচিতি

কাপ্তাই লেকের মৎস্য জীব-বৈচিত্র্য

কাপ্তাই লেকের বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পূর্ণ মৎস্য প্রজাতির তালিকা, মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা এবং মৎস্য জীব-বৈচিত্র্যের পরিবর্তনের ক্রমধারা সহজেই এই মেনু থেকে পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রধান্য বিস্তারকারী প্রজাতি, মজুদ/দুর্ঘটনাক্রমে সংযোজিত প্রজাতি, ইতোমধ্যে বিলুপ্ত মৎস্য প্রজাতি, বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য প্রজাতি এবং ক্রম-হ্রাসমান মৎস্য প্রজাতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই মেনুতে সন্নিবেশিত আছে।

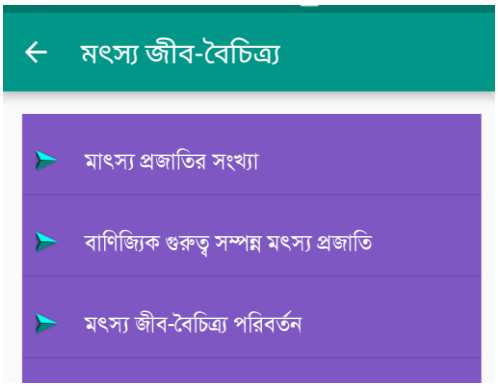

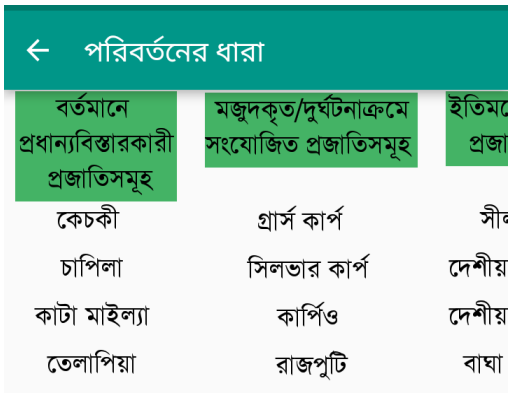

মৎস্য উৎপাদন

কাপ্তাই লেকে হেক্টরে, প্রতি শতকে কত মাছ উৎপাদন হয় তা জানা যাবে এবং লেক থেকে গত ১৫ বছরের কি পরিমান মাছ হ্রদ থেকে আহরণ হয়েছে তা গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। রাঙ্গামাটি জেলায় মোট মাছ উৎপাদন, মাছের ঘাটতি এবং জন প্রতি কত মাছ গ্রহণ হচ্ছে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই মেনুতে পাওয়া যাবে।

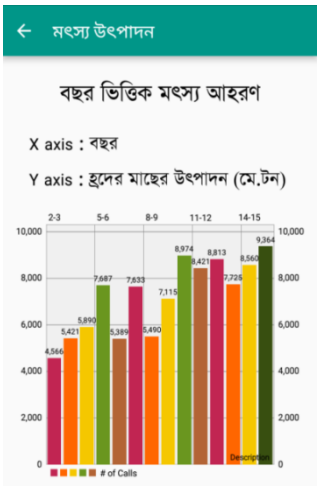

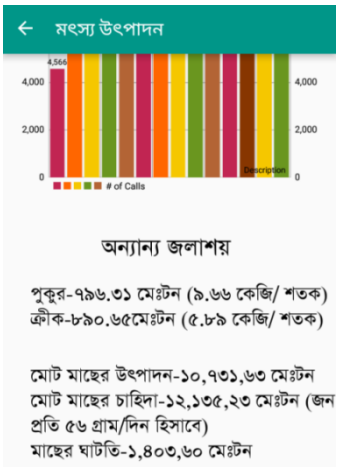

লেকের সহনশীল ব্যবস্থাপনা কৌশল

মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষন, অভয়াশ্রমের কার্যকারিতা, পাহাড়ী ঘোনায় পোনা উৎপাদন কৌশল, সুস্থ, সবল ও বড় আকারে পোনা মজুদ, জাঁক ও কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ আহরণ বন্ধ, খাঁচার মনোসেক্স তেলাপিয়া সহ উচ্চ মূল্যবান মাছ চাষ ইত্যাদি বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য ও গবেষণা লব্ধ ফলাফলের ভিত্তি তৈরী মতামত এই মেনু থেকে পাওয়া যাবে। যা সহনশীল লেক ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

মৎস্য সম্পদ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১০ টি উপজেলায় কয়টি পুকুর, ক্রীক/ঘোনা, হ্যাচারী/নার্সারী আছে তা জানা যাবে। এছাড়া লেকের আয়তন, গড় গভীরতা, মোট নিবন্ধীত মৎস্যজীবির সংখ্যা, মৎস্য চাষীর সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো সাধারন ও বিবিধ মেনুতে ক্লীক করলে পাওয়া যাবে।

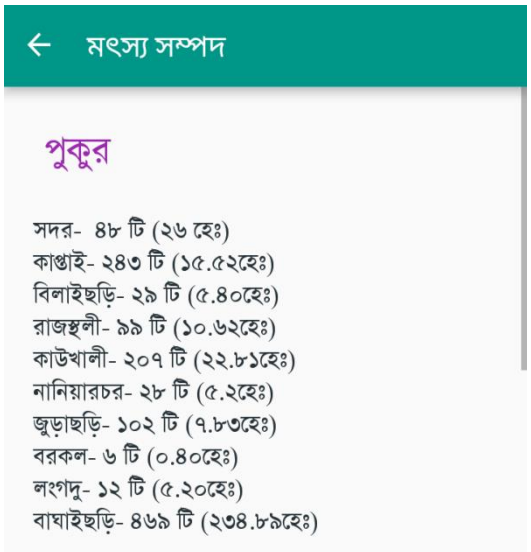

মাছের রোগ ও প্রতিকার

মাছের বিভিন্ন রোগবালাই, রোগের লক্ষণ ও তার প্রতিকার বাস্তব চিত্রসহ খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। চিত্রের সাথে মিলিয়ে মাছ চাষী সহজেই মাছের রোগ শনাক্ত করতে পারবেন এবং রোগ থেকে কিভাবে প্রতিকার পাওয়া যাবে তা চাষী এই অ্যাপসটি ব্যবহার করে সহজেই সমাধান করতে পারবেন।

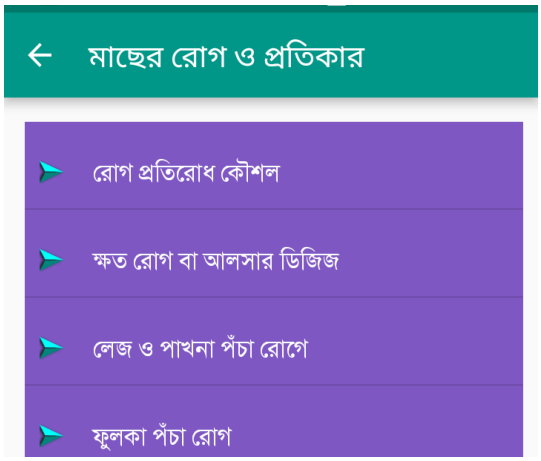

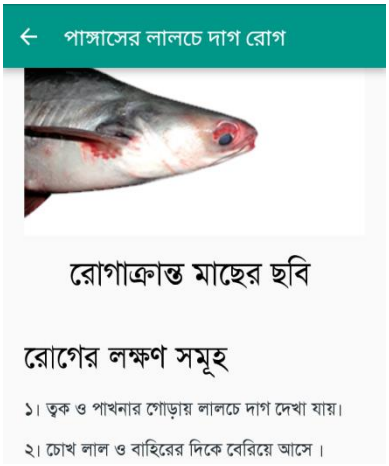

মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

মাছ চাষী কোন মাসে কোন প্রজাতির মাছ চাষ করবে, মাছ চাষে নিয়মিত করণীয় ইত্যাদি বিষয় এই মেনু থেকে পাওয়া যাবে। পোনা মজুদ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিচর্যা, পোনা মজুদ, প্রতি শতাংশে কয়টি কোন প্রজাতির পোনা মজুদ করতে হবে, পোনার আকার কতটুকু হলে ভাল হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো খুব সহজভাবে এই মেনুতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও মাছ চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন একক ও রূপান্তর এখানে পাওয়া যাবে।

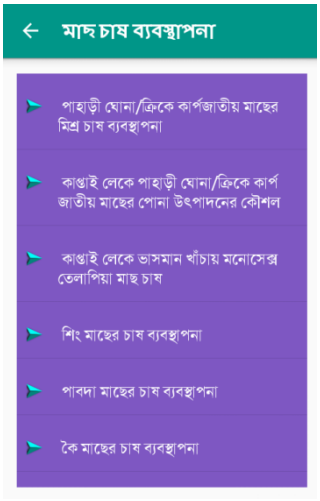

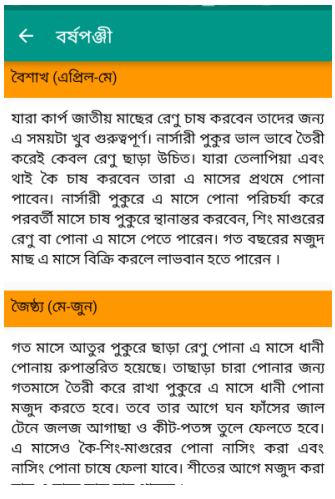

৫. সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

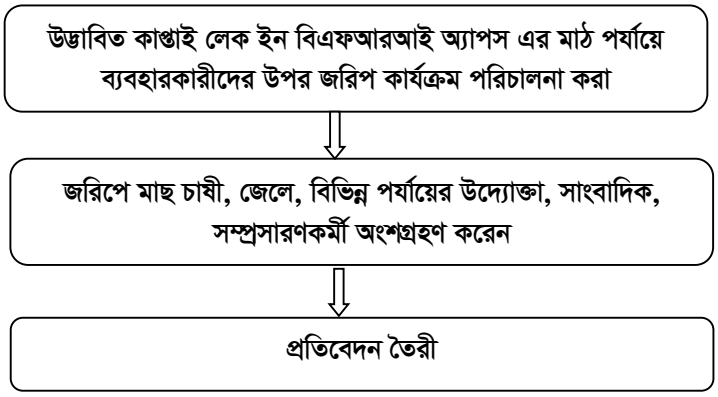

৬. প্রত্যাশিত ফলাফল

চাষীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয়

অ্যাপসটি ব্যবহারের মাধ্যমে দূর্গম পাহাড়ী এলাকার প্রান্তিক চাষীসহ মাছ চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই কম সময় ও খরচে মাছ চাষ ও লেক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সহজেই পাবে।

লেকের জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা

পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলার মাছ চাষযোগ্য জলাশয়গুলোর (পুকুর ও ক্রীক) সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কাপ্তাই লেকে মাছের অতিরিক্ত আহরণ চাপ কমে যাবে। ফলে লেকে প্রজননক্ষম মাছেরপরিমান বৃদ্ধি পাবে। এতে করে মাছের জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা পাবে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

লেক বন্ধকালীন সময়ে জলাশয়গুলোতে মাছ চাষ করার মাধ্যমে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৭. বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা

অ্যাপসটি প্রথম পর্যায়ের পাইলটিং এর কাজ শেষ হয়েছে। উদ্যোগটি আরো পাইলটিং ও ডাটা ভেলিডেশনের কাজ চলমান রয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে উদ্যোগটি পাইলটিং ও ডাটা ভেলিডেশনের কার্যক্রম

৮. শোকেসিং-এ প্রদর্শনঃ

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহাদয়ের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারিতে গত ১০ মার্চ ২০১৮ সালে উদ্যোগটির ১ম শোকেসিং এ প্রদর্শিত হয়।

৯. উদ্ভাবকের নামঃ

মোঃ আবুল বাশার
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ই-মেইলঃmabashar.bfri@gmail.com

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৩

উদ্ভাবনী উদ্দোগের শিরনামঃ চিংড়ি স্বাস্থ্য বাতায়ন

সমস্যাঃ

মাঠ পর্যায়ে চিংড়ি স্বাস্থ্য সেবা ও রোগ বিষয়ক ধারনা না থাকায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের চাষীভাইদের দীঘ পথ পাড়ি দিয়ে সেবা কেন্দ্রে আসতে হয়। অনেক সময় সঠিক ভাবে নমুনা সংগ্রহ না করার কারণে রোগের প্রকৃত কারন অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় না।

সমাধানঃ

উদ্ভাবিত মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে চাষীভাইয়েরা দেশের প্রত্যন্ত উপকূলীয় এলাকা থেকেই তার খামারে আক্রান্ত চিংড়ির মড়কের কারণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা লাভ করতে পারবে। এর পাশাপাশি, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মকর্তার সাথে সরাসরি কথা বলে তার সমস্যার জন্য করণীয় নির্ধারন করতে পারবে।

বর্ণনাঃ

উদ্ভাবনী উদ্ধোগের আওতায় চিংড়ির বিভিন্ন রোগের বিস্তারিত সচিত্র বিবরনের সাথে সাথে রোগের সম্ভব্য কারন ও প্রতিকার বিষয়ক বিবরন সহ একটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হবে। এর ফলে চাষী ভাইয়েরা তার খামারে আক্রান্ত চিংড়ি কোন রোগে আক্রান্ত সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা লাভ করতে সক্ষম হবেন। এর পাশাপাশি খামারের পানি অথবা চিংড়ির নমুনা ল্যাব পরীক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে যথাযথ উপায়ে নমুনা সংগ্রহ বিষয়ক নির্দেশনা দেয়া থাকবে। এছাড়াও চাষীভাইয়েরা চাইলে, সংশ্লিষ্ট কর্ম্মকর্তার সাথেও তার খামারে সৃষ্ট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।

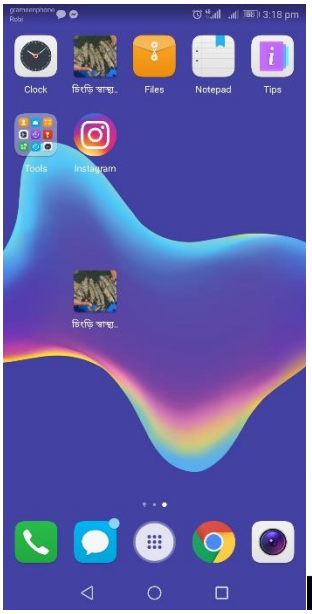

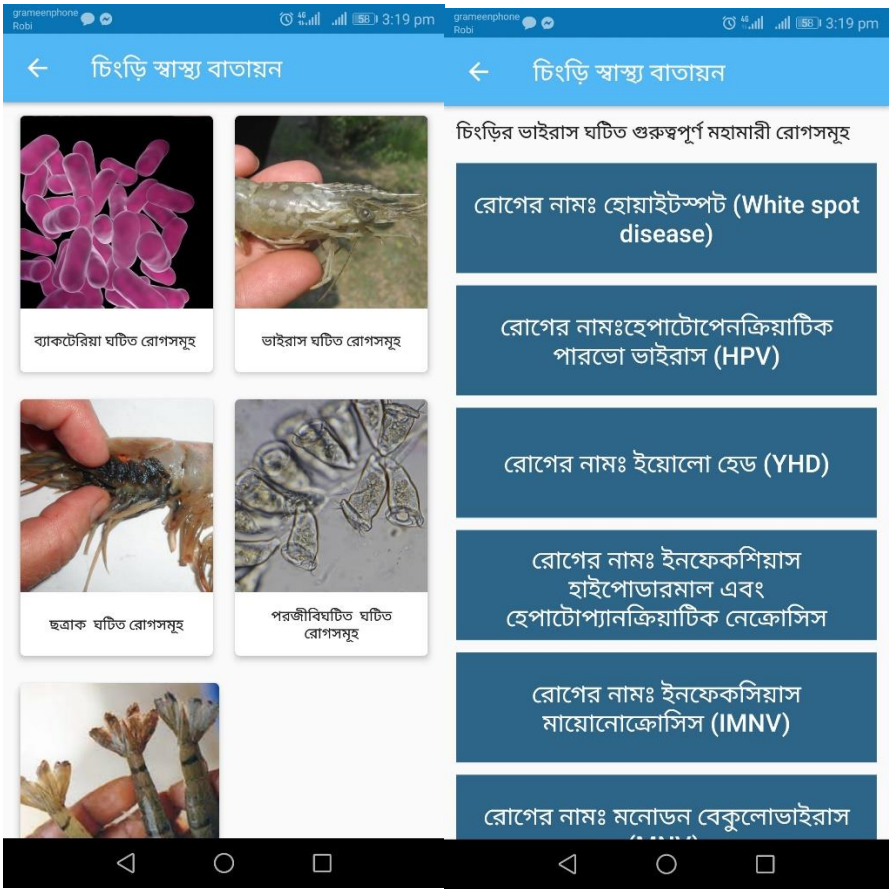

সমাধান পদ্ধতিঃ

উদ্ভাবিত মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনটিতে চিংড়ির বিভিন্ন রোগের বিস্তারিত সচিত্র বিবরনের সাথে সাথে রোগের সম্ভাব্য কারন ও প্রতিকার বিষয়ক বিবরন উল্লেখ থাকবে। এর ফলে চাষী ভাইয়েররা তার খামারে আক্রান্ত চিংড়ি কোন রোগে আক্রান্ত সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধরনা লাভ করতে সক্ষম হবেন। যদি খামারের পানি অথবা চিংড়ির নমুনা ল্যাব পরীক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে যথাযথ উপায়ে নমুনা সংগ্রহ করে সেবা কেন্দ্রে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। অন্যথায় দেখা যায় যে, দূরদুরান্ত থেকে যত্রতত্রভাবে নমুনা সংগ্রহ করার কারনে অনেক সময় প্রকৃত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। আবার অনেকে ক্ষেত্রে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা হেতু সামান্য করনে দির্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সময় ও অর্থ্ ব্যয় করে সেবা কেন্দ্রে আসতে হয়।

টিসিভিঃ

	সময়	ব্যায়	পরিদর্শ্ন
উদ্ভাবনের পূর্বে তথ্য জানতে নমুনা আনতে ভুল নমুণায়ন	 ১ দিন ১ দিন ১ দিন	 ৪০০×৪=১৬০০ (যাতায়াত বাবদ)	৪ দিন

ল্যাব টেষ্ট ফলাফল গ্রহন	৭ দিন ১ দিন		
মোট	১১ দিন	১৬০০	৪ দিন
উদ্ভাবনের পর ল্যাব টেষ্ট	৭ দিন	৪০০/- (শুধুমাত্র নমুনা আনতে ব্যায়)	১ দিন
সাশ্রয়	৪-১১ দিন	১২০০-১৬০০/-	১-৪ দিন

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

উদ্ভাবিত মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে চাষী ভায়েরা একাধারে যেমন চিংড়ি রোগ বিষয়ক সাম্যক ধারনা লাভের পাশাপাশি এর থেকে পরিত্রানের উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন তেমনি, এটা তার সময় ও অর্থ্ সাশ্রয়ী পন্থায় দ্রুত সেবা লাভে সক্ষম হবেন।

বতমান অগ্রগতি ও অবস্থাঃ

মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন এর ডেমো ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। এর পরিমাযন ও পাইলটিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

শোকেসিং এ প্রদশন হয়েছে কিনাঃ হ্যা

উদ্ভাবকের নাম ঠিকানা, মোবাইল ও ইমেইল

এইচ এম রাকিবুল ইসলাম

০১৭১১৪৫০৫০০

Rakib.bfri@gmail.com

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০৪

১. **উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম:** র‍্যাপিড ফিড টেস্ট (RFT)

২. **সমস্যাবলী:**

- স্বশরীরে আসতে হয়
- নিজ হাতে আবেদন করা
- ব্যাংকে টাকা জমাদান
- অফিসে এসে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে

৩. **সমাধান/গৃহীত কার্যক্রম:**

মাছ চাষের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও পুষ্টিগত উপকারিতার দিকগুলো আজ সর্বজনস্বীকৃত। সাম্প্রতিককালে দেশে মাছ চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং সেই সাথে সম্পূরক খাদ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক মাছ চাষে খাদ্য প্রয়োগ একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। প্রান্তিক চাষী থেকে উদ্যোক্তা সবাই মাছ চাষে বিভিন্ন ধরণের খাবার ব্যবহার করছে। এ অবস্থায় মাছ চাষ লাভজনক করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং সঠিক পুষ্টিসম্পন্ন মাছ তৈরিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) উদ্যোক্তা ও মৎস্য চাষীদের সরবরাহকৃত খাদ্যের খাদ্যমান পরীক্ষা করে থাকে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বিএফআরআই সেবা প্রদান করে সেই পদ্ধতিতে চাষীদের বেশি সময় এবং অর্থের প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে সঠিক সময়ে কম খরচে চাষীরা যাতে মৎস্যখাদ্য গুণমাণ পরীক্ষা করতে পারে সেই জন্যই এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হয়েছে ।

৪. **বর্ণনা (ছবিসহ)**

উদ্ভাবনী উদ্যোগের লক্ষ্য: নিম্নে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগেটি গ্রহন করা হয়েছে

- স্বশরীরে আসা
- নিজ হাতে আবেদন করা
- নিজে ব্যাংকে টাকা জমাদান
- অফিসে এসে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে

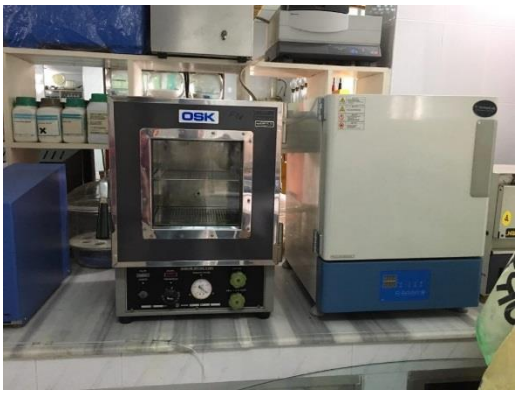

চিত্রঃ ফিড নিউট্রিশান ল্যাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইকুইপমেন্টস

৫. সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)

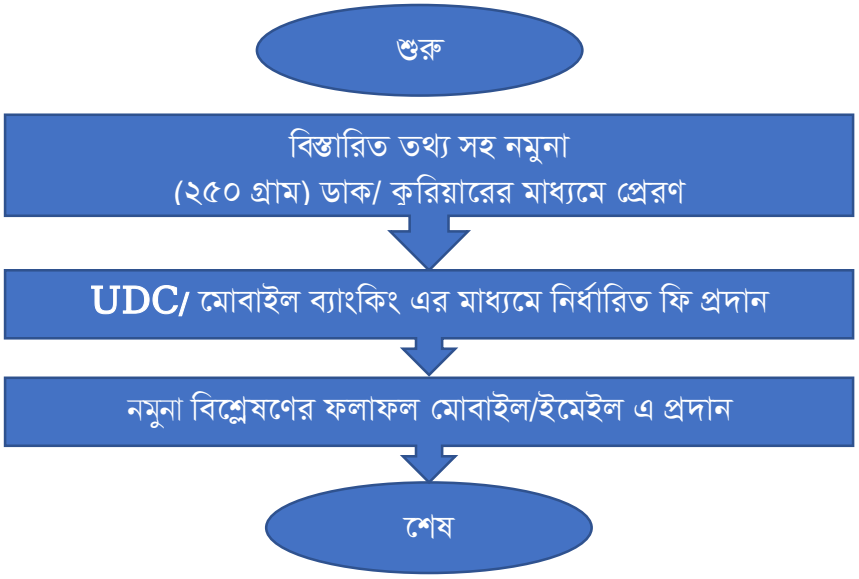

৬. প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে (বেইজলাইন স্টাডি হতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে)	তথ্য প্রাপ্তি =২ দিন	তথ্য প্রাপ্তি =১০০/-	তথ্য প্রাপ্তি = ১দিন
	যাতায়াত =১ দিন	যাতায়াত =৫০০/-	সেবা আবেদন =১-২ দিন
		সার্ভিস চার্জ (রাজস্ব ব্যতিত) = ২০০/-	
	অপেক্ষা ও সেবা প্রাপ্তি = ১০ দিন	খাবার = ২০০/-	হালনাগাদ তথ্য =১ দিন
		মোবাইল = ১০০/-	মোট= ৪ দিন
		সঙ্গীর খরচ =২০০/-	
		মোট =১৩০০/-	
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩দিন	০ টাকা	০ দিন
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১০ দিন	১৩০০/-	৪ দিন

৭. বর্তমান অগ্রগতিঃ

প্রাথমিক প্রস্তুতি	অফিস প্রধান / উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, অবহিতকরণ ও মৌখিক অনুমতি গ্রহণ	
	টিম গঠন	
	স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা	
উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময়	উপকারভোগিদের নির্বাচন ও তারিখ নির্ধারণ	
	ফরম তৈরি	
	মতামত গ্রহণ	
	মতামত একত্রীকরণ	
	আইডিয়া চুড়ান্তকরণ	

৮. শোকেসিং এ প্রদর্শনঃ হ্যাঁ ১৪/০৫/১৯

৯. উদ্ভাবকের নামঃ

নাম: মোঃ আশিকুর রহমান
পদবী: বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
কর্মস্থল: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা **ইনস্টিটিউট**, স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ
মোবাইল: ০১৭১২১২৭০৭৪
ইমেইল: apu.m1989@gmail.com

বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমী

উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্যাদিঃ ০১

ক্রমিক	বিষয়	বিবরণ
ক।	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	নাগরিক সেবায় ই-ভর্তি প্রক্রিয়া।
খ।	সমস্যা	• আবেদন ও ফি জমা সংক্রান্ত। • প্রশ্নপত্র প্রণয়নে স্বচ্ছতা ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে দীর্ঘসূত্রিতা সংক্রান্ত। • মৌখিক/সাঁতার/চক্ষু/স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মূল্যায়নে দীর্ঘসূত্রিতা সংক্রান্ত। • ফলাফল প্রকাশে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত। • ফলাফল প্রকাশ ও চূড়ান্ত ভর্তি তথ্য প্রদান সংক্রান্ত।
গ।	সমাধান	ভর্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনকরতঃ ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরি।
ঘ।	বর্ণনা (ছবিসহ)	বর্তমান অবস্থায় একাডেমির ভর্তির প্রক্রিয়ায় আবেদন ফি জমা, লিখিত পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সাঁতার পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষাসমূহ প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করতে একজন শিক্ষার্থীর বহু সময় ও অর্থ ব্যয় হয় যা ই-ভর্তি প্রক্রিয়ায় কমিয়ে আনা সম্ভব। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর সময়, অর্থ ও ভিজিট কমে যাবে। এছাড়া প্রশ্ন পত্র প্রণয়নে স্বচ্ছতা ও নির্ভূল করতঃ ডিজিটাল প্রদ্ধতিতে AI Base Question Management System ব্যবহার করে অনলাইনে আবেদনকারীর সকল তথ্য যাচাইসহ বিভিন্ন ধাপের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ ভর্তি প্রক্রিয়াটি Zero Tolerance এ স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সহকীকরণ (সার্বিক বর্ণনার ছবি সংযুক্ত)।
ঙ।	সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)	• শুরু। • অনলাইন ভর্তির যোগ্যতা যাচাই। • অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ ও ফি জমাদান। • লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র AI Based পদ্ধতিতে প্রণয়ন। • উত্তরপত্র Machine Readable/কম্পিউটারাইজ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন। • মৌখিক/সাঁতার/চক্ষু পরীক্ষা ১/২টি ভেন্যুতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রহণ। • প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সংয়ক্রিয়ভাবে ফলাফল প্রকাশ। • তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইন বা শিক্ষার্থীর নিকট ফলাফল প্রকাশ।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>• ভর্তি গ্রহণ শেষ।</td></tr>
<tr><td>চ।</td><td>টিসিবি (যদি থাকে)</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>সময়</td><td>খরচ (টাকা)</td><td>যাতায়াত</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে</td><td>১২ দিন</td><td>২০০০০</td><td>১১ বার</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের পর</td><td>২/৩ দিন</td><td>৮০০০</td><td>৩ বার</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতা প্রত্যাশিত বেনিফিট</td><td>৯/১০ দিন</td><td>১২০০০</td><td>৮ বার</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ছ।</td><td>প্রত্যাশিত ফলাফল</td><td>শিক্ষার্থীর খরচ ও সময় বাঁচানো সম্ভব হবে এবং ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।</td></tr>
<tr><td>জ।</td><td>বর্তমান অগ্রগতি ও অবস্থা</td><td>অত্র দপ্তরে পাইলটিং এর কাজ চলমান রয়েছে।</td></tr>
<tr><td>ঝ।</td><td>উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইলে ও ইমেইল</td><td>লেঃ কামান্ডার মোঃ নজরুল ইসলাম, (এনডি), পিসিজিএম, বিএন
উর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর (নেভিগেশন)
মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৭৬৯৭৬১৪৫০
ই-মেইল: ltnazrulctg@gmail.com

মোঃ নাঈম সামসুদ্দোহা
ইন্সট্রাক্টর (মেরিন)
মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৭২৮১৮২৪৩৯
ই-মেইল: naemsamsuddoha@gmail.com

প্রকৌঃ এফ, এম, নিজাজুল ইসলাম
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৯২২৪৩৯০৩৩
ই-মেইল: send.nislam@gmail.com</td></tr>
<tr><td>ঞ।</td><td>ভিডিও (যদি থাকে)</td><td>প্রযোজ্য নহে।</td></tr>
</table>

২। বিষয়টি সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনানুযায়ী ছবি ০১ টি।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম

ইনোভেশন আইডিয়া: নাগরিক সেবায় ই-ভর্তি প্রক্রিয়া

বর্তমান অবস্থায় একাডেমির ভর্তির প্রক্রিয়ায় আবেদন, ফি জমা, লিখিত পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সাঁতার পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষাসহ প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করতে একজন শিক্ষার্থীর বহু সময় ও অর্থ ব্যয় হয়, যা ই-ভর্তি প্রক্রিয়ায় কমিয়ে আনা সম্ভব। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর সময়, অর্থ ও ভিজিট কমে যাবে। এছাড়া প্রশ্ন পত্র প্রণয়নে স্বচ্ছতা ও নির্ভুল করতঃ ডিজিটাল প্রদ্ধতিতে AI Base Question Management System ব্যবহার করে অনলাইনে আবেদনকারীর সকল তথ্য যাচাই সহ বিভিন্ন ধাপের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ ভর্তি প্রক্রিয়াটি **Zero Tolerance** এ স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সহজীকরণ।

বিদ্যমান সমস্যা

১। আবেদন ও ফি জমা সংক্রান্ত

২। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে স্বচ্ছতা ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে দীর্ঘসূত্রিতা সংক্রান্ত।

৩।মৌখিক/সাঁতার/চক্ষু/স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মূল্যায়ন দীর্ঘসূত্রিতা সংক্রান্ত

৪। ফলফল প্রকাশে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত

৫। ফলাফল প্রকাশ ও চূড়ান্ত ভর্তি তথ্য প্রদান সংক্রান্ত

সমস্যার মূল কারণ

১। ভুল বা অযোগ্য আবেদনপত্র গ্রহণ এবং আবেদন পত্র ফি সহজভাবে দিতে না পারা।

২। প্রশ্নপত্র প্রণয়ণ AI Based না হওয়া এবং উত্তরপত্র হাতে হাতে কাটা অর্থাৎ Machine Readable না হওয়া।

৩। মৌখিক/সাঁতার/চক্ষু/স্বাস্থ্য পরীক্ষা চারটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া।

৪। সফটওয়্যার ছাড়া রেজাল্ট প্রস্তুত করার কারণে ভুল থাকা।

৫। রেজাল্ট পরবর্তী করণীয় সংক্রান্ত তথ্য সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীর নিকট না পৌছা।

সমাধান প্রক্রিয়া (প্রসেস ম্যাপ)

শুরু

অনলাইন ভর্তির যোগ্যতা যাচাই

অনলাইন আবেদনপত্র ও ফি গ্রহণ

লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র AI Based পদ্ধতিতে প্রণয়ন

উত্তরপত্র Machine Readable / কম্পিউটারাইজ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন

মৌখিক/সাঁতার/চক্ষু/স্বাস্থ্য পরীক্ষা ১/২ টি জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্নকরণ।

প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সংয়ক্রিয়ভাবে ফলাফল প্রস্তুত করণ।

তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইন বা শিক্ষার্থীর নিকট ফলাফল প্রকাশ

ভর্তি গ্রহণ

শেষ

ইনোভেশনের আগের চিত্র

ইনোভেশনের পরের চিত্র

প্রত্যাশিত ফলাফল

	সময়	খরচ (টাকা)	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১২ দিন	২০০০০	১১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২/৩ দিন	৮০০০	৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতা প্রত্যাশিত সেভিংস	৯/১০ দিন	১২০০০	৮ বার

উদ্যোগটির মাধ্যমে নতুনত্ব

- সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও স্বচ্ছতা
- সম্পূর্ণ পদ্ধতি ডিজিটাল/Machine Readable/
- কম্পিউটারাইজড AI Based পদ্ধতি
- ফলাফলের শুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা
- অ্যাপস ভিত্তিক হট-লাইন স্থাপন।

রিসোর্স ম্যাপঃ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	০৭ জন	-	
বস্তুগত	৫ টি ট্যাব/ ল্যাপটপ	-	
অন্যান্য	আইটি ফার অন্যান্য হার্ডওয়্যার ডিভাইস	২.৫ লাখ	ইনোভেশন খাত/ সফটওয়্যার খাত
	ডোমেন ক্রয়/ অ্যাপস তৈরী		
	অন্যান্য সহায়ক অন-লাইন ডাটা গ্রহণ।		
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		২.৫ লাখ	

উদ্ভাবকের নাম:

লে: কামান্ডার মো: নজরুল ইসলাম,(এনডি), পিসিজিএম, বিএন, উর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর নেভিগেশন)
মোবাইল নং-০১৭৬৯৭৬১৪৫০
ই-মেইল : ltnazrulctg@gmail.com

মো: নাঈম সামসুদ্দোহা
ইন্সট্রাক্টর (মেরিন)
মোবাইল নং-০১৯২২৪৩৯০৩৩
ই-মেইল : naemsamsuddoha@gmail.com

প্রকৌ: এফ,এম, নিজামুল ইসলাম
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
মোবাইল নং-০১৯২২৪৩৯০৩৩
ই-মেইল : send.nislam@gmail.com